ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ●
অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩
২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ৭ম সংখ্যা ▪ পদ্মনাভ ৫৩৩ ▪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

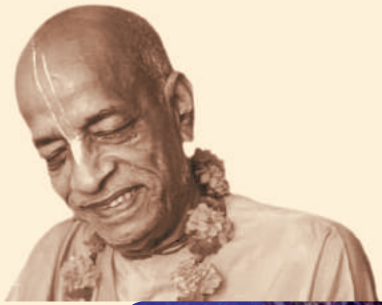

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী
কেন আমাদের স্কুলগুলিতে প্রার্থনার ব্যবস্থা নেই
মানুষ প্রতারক হয়ে গেছে, তাই তারা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এই সমস্ত প্রতারকদের নির্বাচিত করছে। তোমরা আমেরিকানরা তোমাদের ইচ্ছামতো প্রচার করতে পারো কিন্তু ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন ব্যতীত তোমরা সুখী হতে পারবে না।

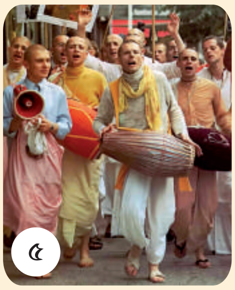

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী
শ্রীমতি রাধারানী যিনি সকল আনন্দের আধার স্বরূপা
আমাদের কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ। এই প্রেমময় আদানপ্রদানের সর্বোচ্চ স্তরই হলো বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে কৃষ্ণের প্রেমময় সম্বন্ধ। বৃন্দাবনের সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতি রাধারানীই হলেন কৃষ্ণের সর্বোচ্চ প্রেমের বিষয়।

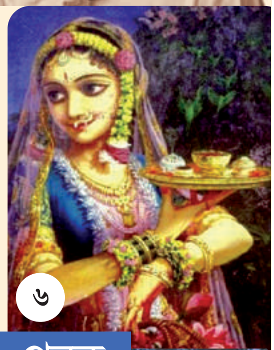

প্রবন্ধ

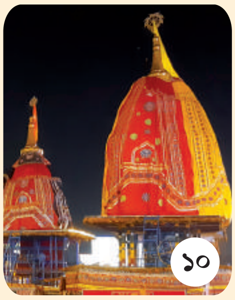

১০ উৎসব
ইসকন রথযাত্রা ধর্মীয় ভেদাভেদের মেলবন্ধন
ভগবান গুণ্ডিচা মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। এই সময়কালের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জনতা নয় দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। তারা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেন। সমগ্র দিবস গুণ্ডিচা মন্দির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরগম থাকতো। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহগণকে ঐশ্বর্য বেশে শৃঙ্গার করানো হতো।

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা
'হে অর্জুন, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।' সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিভূতি ও প্রকাশের কথা বলা হয়েছে, যা দর্শন ও স্মরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়।

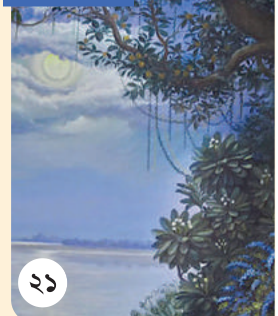

২১ কাহিনী
শ্রীরাধা কর্তৃক কুমীর বধ
বাচ্চা রাধা কাঁদছে দেখে কীর্তিদা রাধাকে কোলে তুলে নিলেন। অন্য মাতাজীরা, রাধাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাস, লতা-পাতা হাতে দলাদলি করে পাতার রস কীর্তিদার পায়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল।

২৩ আদর্শ জীবন
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ
তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ভগবান সর্বশক্তিমান হলেও মানুষের ক্ষুদ্র স্বাধীনতায় তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না। আমি গোলোকে যাব, না নরকে যাব, চরমে তা কিন্তু আমাকেই নির্ধারণ করতে হবে।

২৫ পরিচয়
ব্রজধাম দর্শন
রমনীয় নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীর বনের পত্র, পুষ্প ও রত্ন দ্বারা পর্যাপ্ত রূপে প্রিয়া রাধার মনোহর শৃঙ্গার করলেন। কিন্তু রাধারানী যখন কৃষ্ণকে সাজাতে যাবেন, অমনি কৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিত্যাগ করে ছোট্ট বালক হয়ে গেলেন।

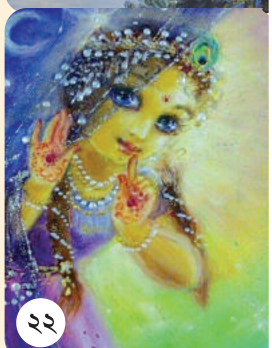

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর
মহাত্মা কাকে বলে?

২০ ছোটদের আসর
পবিত্র স্থানে এক চোর

১৪ ইসকন সমাচার
অস্ট্রেলিয়ায় গোল্ড কোস্ট ঃ হরেকৃষ্ণ রেঁস্তোরার স্বর্ণখনি

১৬ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
ভেজ ফ্রুট কোর্মা

৩১ ভক্তি কবিতা
মায়া বিমোহিত

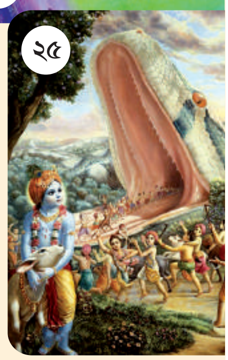

আমাদের উদ্দেশ্য
● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

আমরা কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক?

সোনালী শিখার রূপসীকে মথ দেখছিল। তার প্রোজ্জ্বল হাসি দেখে সে আনন্দে নৃত্য করছিল। সে শুধু তার প্রতিই নয় সবার প্রতি হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু মথ ভাবছিল, এই হাসি শুধু তার জন্য। সেইজন্য সময় নষ্ট না করে সে তার দিকে দৌড়ে গেল। সে যত সেই সোনালী নারীর নিকটে যাচ্ছিল ততই তাকে সুন্দরতর দেখাচ্ছিল। এবং তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। উজ্জ্বল নারীটি তার দিকে তার সোনালী বাহুদ্বয় প্রসারিত করল এবং অপরিসীম আনন্দে, আশায় মথটি তার বাহুতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু অচিরেই এটি তার কাছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো, আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হলো। যে সুন্দর ডানায় ভর করে সে বাতাসে খেলা করত এবং রঙীন ফুলে ভরা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতো তা আগুনে লীন হয়ে গেল। অতি শীঘ্রই সে উপলব্ধি করল তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে তার হাতে সমর্পন করল। সে তাকে গ্রাস করে নিল।

আমরা সকলেই মথের জন্য ব্যথিত চিত্তে তার মূর্খতার প্রতি দয়া অনুভব করতে পারি। কিন্তু আমাদের গল্পও তার থেকে পৃথক নয়। এই জড় জগতকে বহিরঙ্গে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখায় যা আমাদের মধ্যে অন্তহীন ভোগের আশা জাগ্রত করে। আমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যদি আমরা একবার তার কাছে আত্মসমর্পন করি তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা চিরকালের জন্য তৃপ্ত হবে। কিন্তু সমুদ্র যেমন জলপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তৃষ্ণার্তকে তৃপ্ত করতে অক্ষম, অনুরূপভাবে জড়জগতের অসীম ঐশ্বর্যও আমাদের কোনরকম আনন্দদান করতে ব্যর্থ।

জড়জাগতিক শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়জগতে আমাদের আবদ্ধ করে রাখে। যত অধিক পরিমাণে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য প্রচেষ্টা করি আমরা ততই বন্য এবং শক্তিশালী হয়ে উঠি। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক হওয়ার পরিবর্তে আমাদের অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। পুতুলের ন্যায় আমরা ইন্দ্রিয়গুলোর খেয়ালে নৃত্য করি। মথের ন্যায় আমরাও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি এবং এই অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়গুলোর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমরা মানুষ, মথের মতো একটি পতঙ্গ নই, ইন্দ্রিয়ের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার একটি সুযোগ আমাদের আছে। পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ আমাদের উপদেশ প্রদান করে যে, মনুষ্যরূপে আমাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্য করা উচিত এবং জড়জাগতিক ভোগের পিছনে আমাদের সময় এবং জীবন অপচয় করা উচিত নয়। ''বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ, তাতে আসক্ত হন না।'' (গীতা ৫।২২)

এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে খেয়ালের বশে কার্য করা থেকে আমাদের বিরত রাখার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে কার্য করা এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভ প্রায় অসম্ভব। যাই হোক, আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তা প্রার্থনা করি তাহলে তিনি আমাদের পরম বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে অচিরেই আমাদের উদ্ধার করতে আগমন করবেন।

যদি আমরা সাহস সঞ্চয় করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের চাহিদাকে অস্বীকার করি এবং তাকে দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভক্তিতে নিয়োজিত করি তখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো শুদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শক্তি প্রদান করেন যাতে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক হতে পারি এবং এটিকে সাবধানে ব্যবহার করতে পারি। প্রাথমিক ভাবে ইন্দ্রিয়গুলো বিরোধিতা করতে পারে কিন্তু যদি আমরা একে ক্রমশ কৃষ্ণভাবনাময় কার্যে নিযুক্ত করি তাহলে ধীরে ধীরে কৃষ্ণসেবায় এর রুচি জন্মাবে। শাস্ত্রসমূহ আমাদের উপদেশ প্রদান করে যে, এই স্তরে আমরা জড়জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে অসীম চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করি।

কেন আমাদের স্কুলগুলিতে প্রার্থনার ব্যবস্থা নেই

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

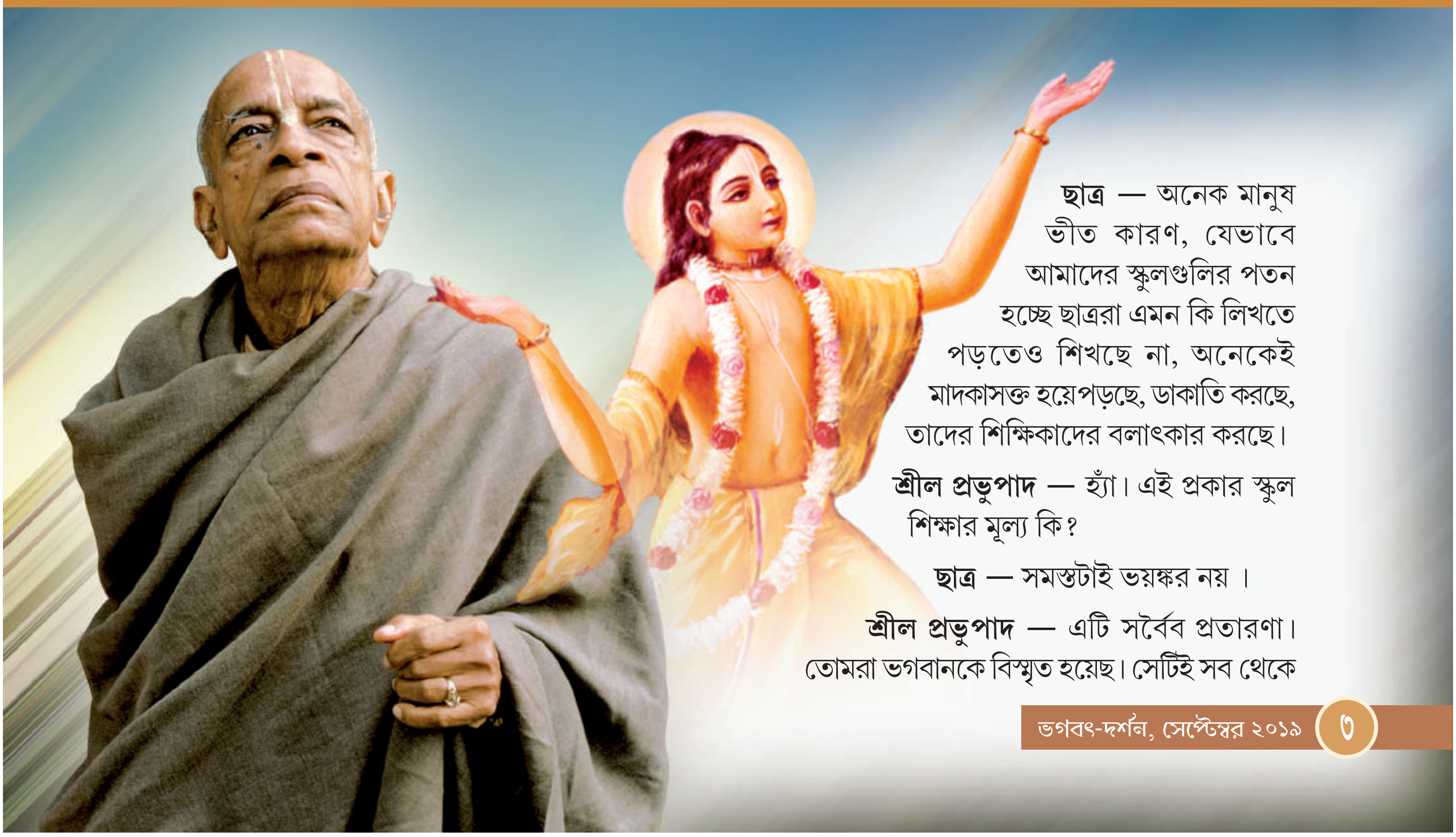

ছাত্র — অনেক মানুষ ভীত কারণ, যেভাবে আমাদের স্কুলগুলির পতন হচ্ছে ছাত্ররা এমন কি লিখতে পড়তেও শিখছে না, অনেকেই মাদকাসক্ত হয়েপড়ছে, ডাকাতি করছে, তাদের শিক্ষিকাদের বলাৎকার করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। এই প্রকার স্কুল শিক্ষার মূল্য কি?

ছাত্র — সমস্তটাই ভয়ঙ্কর নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ — এটি সর্বৈব প্রতারণা। তোমরা ভগবানকে বিস্মৃত হয়েছ। সেটিই সব থেকে

ছাত্র — ঠিক আছে। অধিকাংশ মানুষেরই ভগবানের সঙ্গে এক আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। তাই তারা সকলেই স্কুলে অন্তত একটি প্রার্থনার পরিবেশ দেখতে পছন্দ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ — না। ব্যবহারিক কিছু কর! ‘‘প্রার্থনা’’ অর্থাৎ ভগবানের দিব্য নামের জপ। যদি তুমি ভগবানের দিব্য নাম না জানো আমি তোমাকে তা প্রদান করবো, তোমার কোন খরচ বা ক্ষতি হবে না। সুতরাং তুমি এটি কেন চেষ্টা করছো না? হরে কৃষ্ণ জপ করো। যদি তুমি ঐকান্তিক ভাবে হরে কৃষ্ণ জপ করো তাহলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারবে — প্রত্যক্ষভাবে ভগবান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তখন দেখবে সমস্ত কিছুই লাভদায়ী বস্তু সমাজের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে।

ছাত্র — সত্য। কিন্তু আপনি দেখুন যে, আপনি এখন স্কুলে হরে কৃষ্ণ জপ করতে পারবেন না। বইতে আজও এখনো সেই আইন লেখা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটিকে কেউ পরিবর্তন করছে, আপনি জপ করতে পারবেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ — এখন আমার শিষ্যরা তা করতে পারে।

ছাত্র — তাহলে তারা কি আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ। অতি সম্প্রতিকালে আমি শুনেছি যে, সেনেটরগণ এবং কংগ্রেসীরা প্রতি বৎসরের জন্য একটি বিশেষ দিন জনতার প্রার্থনার জন্য নির্ধারিত করেছে, শুধু মাত্র, একদিন কিন্তু তারা প্রার্থনা চায়। তাই তারা যদি প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা চায়, তাহলে বৎসরের অন্যান্য দিনগুলোতে কেন প্রার্থনা নিষিদ্ধ করেছে? শুধুমাত্র বিরোধটা দেখ! তাদের অনভিজ্ঞতার জন্য প্রার্থনাকে নিষিদ্ধ করেছে। এখন তারা অনুধাবন করতে পারছে। ‘‘এটা আমাদেরকে সহায়তা করবে না।’’ অন্যথায় প্রার্থনার পুনঃ প্রবর্তনের কি অর্থ আছে? তারা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, প্রার্থনা ছাড়া সব কিছুর প্রয়াসই বিফল। এটিই প্রকৃত সত্য।

ছাত্র — আপনি সম্প্রতি বলেছেন, পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ সেনেটর এবং কংগ্রেসম্যান আইনজীবি।

বড় প্রতারণা। তাই বাস্তবিক ভাবেই অবশিষ্ট তথাকথিত স্কুলগুলি প্রতারণা করে চলেছে। মনে করো তুমি কোন গাণিতিক হিসাব করছো এবং তুমি শুরু করেছো, ‘‘২+২=৩,’’ তার পর তুমি অনেক আধুনিক প্রযুক্তি এবং সমীকরণ ব্যবহার করলে কিন্তু তোমার সমস্ত হিসাবই ভুলে পর্যবসিত হবে।

ছাত্র — এখন ব্যাপারটি এই জায়গাতে পৌঁছেছে এমনকি আমাদের স্কুলগুলিতে কোন প্রার্থনার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। আমাদের স্কুলগুলিতে প্রত্যেক দিনের শুরুতে প্রার্থনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তখন একজন নাস্তিক মহিলা (অবশ্য অন্যেরা এর পিছনে আছেন) ঠেলতে ঠেলতে ব্যাপারটিকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত ঘোষণা করে, এটি অসাংবিধানিক, এখন স্কুলে প্রার্থনা হচ্ছে নিষিদ্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদ — কিন্তু এমনকি প্রার্থনাও যদি অনুমোদন করা হয় তা হলেও তা সহায়তা করতে পারে না। চার্চগুলোতে তো প্রার্থনা হচ্ছে, কিন্তু লাভ কি হচ্ছে! মানুষে আগ্রহ হারাচ্ছে, কারণ এটি শুধুমাত্র একটি সাধারণ ধর্মীয় আচরণ হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে—‘চার্চিয়ানিটি’। আসল সত্য হচ্ছে তোমাকে ভগবৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তোমার প্রত্যক্ষ এবং ভগবান সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মানুষ স্তোক বাক্যে আগ্রহী নয়। তারা বিজ্ঞানমনস্ক হয়েছে, তারা ফল চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ — হ্যাঁ । বর্তমানে ''আইনজীবি'' মানে প্রতারক। যে খুব কৌশলের সঙ্গে আইন ভঙ্গ করতে পারে সে একজন দক্ষ আইনজীবি। তারা চিঠির মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে বার করবে যাতে করে তারা আইনের প্রকৃত মর্মার্থকে পরিহার করতে পারে।

ছাত্র — প্রকৃতপক্ষে স্কুলে প্রার্থনা নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের প্রথম সংশোধনীর সমস্ত বিষয়গুলিকে পরিহার করতে হতো, যথা ''স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোন আইন তৈরী করা উচিত নয়।'' তারা বলেছিলেন, প্রার্থনা নাস্তিকদের প্রার্থনা না করার অধিকারকে পদদলিত করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ — সুতরাং এখন শিশুদের জন্য স্কুলে কোন প্রার্থনা থাকবে না। এই সমস্ত সরকারী লোক অধিকাংশই আইনজীবি প্রতারক, নিক্সনের মতো । এখন নিক্সনের অবস্থাটা কি?

ছাত্র — ভালো, তিনি কম জনপ্রিয়তা পাননি, এখন তিনি অধিক জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন। মানুষ ভুলে গেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ — মানুষ প্রতারক হয়ে গেছে, তাই তারা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এই সমস্ত প্রতারকদের নির্বাচিত করছে। তোমরা আমেরিকানরা তোমাদের ইচ্ছামতো প্রচার করতে পারো কিন্তু ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন ব্যতীত তোমরা সুখী হতে পারবে না।

ছাত্র — এটা সত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ — কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত হও। ভগবানের আইন মানতে শুরু করো। শুদ্ধজীবন যাপন করো। কোন অবৈধ যৌন সম্পর্ক নয়, মাংস খাওয়া নয়, নেশা দ্রব্য নয় ও জুয়া খেলা নয়। তুমি যদি স্কুলে প্রার্থনার পুনঃ প্রবর্তন করতে চাও, মন্দ নয়, কিন্তু তোমাকে প্রথমে শুদ্ধ হতে হবে, আর তা না হলে প্রার্থনার কোন বাস্তব ফল হবে না। তোমাকে নিজেকে এই সমস্ত দুরাচার থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তখন

মানুষ প্রতারক হয়ে গেছে, তাই তারা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এই সমস্ত প্রতারকদের নির্বাচিত করছে। তোমরা আমেরিকানরা তোমাদের ইচ্ছামতো প্রচার করতে পারো কিন্তু ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন ব্যতীত তোমরা সুখী হতে পারবে না।

তুমি তোমার নিজের মধ্যে থেকেই এক ভালো নেতা নির্বাচন করতে পারবে। যদি তুমি একজন ভালো নেতা হতে চাও তাহলে প্রথমে তোমাকে নিজেকে ভালো হতে হবে। এবং তুমি ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করে অবশ্যই ভালো হতে পারবে।

ছাত্র — আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার এমন মনে হচ্ছে যে, আমরা কোন অশুভ বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করছি। এক মুহূর্ত আগে আপনি বললেন যে, প্রথমে আমাদের ভালো এবং শুদ্ধ হতে হবে— এছাড়া আমাদের প্রার্থনার কোন ফল হবে না। সুতরাং আপনি এখন কিভাবে বলেন যে, আমরা প্রার্থনা নিবেদন করে ভালো হতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ — যে কোন রকম প্রার্থনা নয়। ''প্রার্থনা'' মানে তোমাকে ভগবানের দিব্য নাম জপ করতে হবে। যদি তুমি সাধারণ ভাবেও হরেকৃষ্ণ জপ করো তাহলেই তুমি ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে যা সর্বৈব ভালো। তার পরে আপনা আপনিই তুমি ভালো হয়ে যাবে। কেন তুমি এর প্রয়াস করো না?

ছাত্র — আমাদের কিছু ত্যাগ করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ — কিন্তু যদি তুমি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো তুমি লাভবান হবে। শুধুমাত্র জপ করো এবং তার ফল দেখো। আমেরিকান স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হবে।

শ্রীমতি রাধারানী

যিনি সকল আনন্দের আধার স্বরূপা

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

শ্রীমতি রাধারানী হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। কিন্তু সেগুলি বিশেষভাবে মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত, সন্ধিনী, সম্বিত এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী শক্তি হলো নিত্য, সম্বিত চেতনা এবং হ্লাদিনী হলো আনন্দ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দের আধার এবং শ্রীমতি রাধারানী কৃষ্ণের সকল আনন্দ সরবরাহ করেন। সেইজন্য রাধারানীর স্থান এত বিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের সকল বস্তুসামগ্রী সরবরাহ করেন বলরাম। কৃষ্ণ যখনই কোন বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করেন, বলরাম প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং সেই সকল বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় শয়ন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন, বলরাম তাঁর শয্যার রূপ পরিগ্রহ করেন। গর্ভ সাগরে, শ্রীকৃষ্ণ গর্ভসমুদ্রে শয্যা গ্রহণ করার অভিলাষী হওয়ায় বলরাম স্বয়ং অনন্ত শেষরূপ পরিগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের শয্যা প্রস্তুত করেন। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার নিমিত্ত ব্যবহৃত বস্তু সকলই প্রকৃতপক্ষে বলরামের বিস্তার অথবা বলরামের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। চামর, প্রদীপ ইত্যাদি সকল অর্চনায় ব্যবহৃত বস্তুই প্রকৃতপক্ষে বলরামের বিস্তার।

অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের সকল আনন্দই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতি রাধারানীর উপর স্থিত। শ্রীমতি রাধারানী কৃষ্ণের আনন্দের জন্য নিজেকে প্রকাশ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রীমতি রাধারানী বৃষভানু রাজা এবং কীর্তিদা সুন্দরীর কন্যা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নররূপে লীলা করেন — নরলীলা। তিনি মনুষ্যরূপে, শিশুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেইহেতু তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নন্দমহারাজ এবং মাতা যশোদা। অনুরূপে কৃষ্ণের বৃন্দাবনস্থিত সকল পার্ষদবর্গও বিভিন্ন গোপপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে কিছু অত্যন্ত ধনী গোপপরিবার ছিল। এরূপ একটি পরিবার হলো বৃষভানু রাজার পরিবার এবং রাধারানী বৃষভানুর কন্যারূপে আবির্ভূত হন।

ললিত মাধব নাটকে শ্রীল রূপ গোস্বামী রাধারানীর আবির্ভাবের অপর একটি আঙ্গিক প্রকাশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিমালয় কন্যার শিবের সঙ্গে বিবাহ

হওয়ায় বিন্ধ্য পর্বত ঈর্ষান্বিত হন। হিমালয় একটি পর্বত, তিনিও পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত। সেই হেতু বিন্ধ্য অনুভব করেন যে, তার হিমালয়কে অতিক্রম করা উচিত। হিমালয় কন্যার শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে অতএব তিনি এমন কন্যা কামনা করেন যাঁর পতি শিবের অপেক্ষাও মহান হবেন। সেইজন্য তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন যাতে মহান ঋষিগণ আহুতিপ্রদান করেন। এর ফলস্বরূপ তিনি দুই কন্যা লাভ করেন। তাঁদের জন্মগ্রহণের পরে শীঘ্রই পুতনা সকল শিশুকে হত্যা করেছিল এবং এই দুই কন্যাকেও সে অপহরণ করে। বিন্ধ্যরাজের সভায় ব্রাহ্মণগণ রাক্ষসী নিধনমন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করেন। যে মন্ত্র রাক্ষসীকে নিধন করতে সমর্থ। তাতে ভীত হয়ে পুতনা এই দুই শিশুকন্যাকে ফেলে দেয় এবং তাঁরা যমুনা নদীতে দুইটি পদ্মের উপর পতিত হয়। তারা ভেসে যাচ্ছিলেন এবং বৃষভানু রাজা এক কন্যাকে এবং চন্দ্রভানু রাজা অপর কন্যাকে নদীতে ভেসে যেতে দেখেন। যে কন্যাকে বৃষভানু রাজা প্রাপ্ত হন তিনি রাধারানী এবং যাঁকে চন্দ্রভানু রাজা প্রাপ্ত হন তিনি চন্দ্রাবলী। এই হলো ললিত মাধবে শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণিত শ্রীমতি রাধারানীর আবির্ভাবের অপর কাহিনী।

শ্রীমতি রাধারানী হলেন কৃষ্ণের আনন্দ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণ সকল আনন্দের উৎস। কৃষ্ণ আনন্দময়। কৃষ্ণ সকল আনন্দের উৎস। কৃষ্ণ আনন্দময়। কৃষ্ণ সকল আনন্দের আধার। শ্রীমতি রাধারানীই শ্রীকৃষ্ণের সকল আনন্দ সরবরাহ করেন। রাধারানী হলেন আনন্দ শক্তির পূর্ণ প্রকাশ। চিন্ময় লোকে সমস্ত কিছুই ব্যক্তিস্বরূপ, কিন্তু জড়জগতে সবকিছুই জড়বস্তু। এমনকি আমাদের দেহও বস্তু, জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এখানে সকলই জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং চিৎজগতে সকলই চেতনাময়, সকলই ব্যক্তিস্বরূপ। চিন্ময়, চিৎজগত এবং ব্যক্তি হতেই চেতনা আসে। সেইহেতু তারা সকলেই ব্যক্তি। কৃষ্ণের উপাধানও ব্যক্তি, শয্যাও ব্যক্তি এবং বৃন্দাবন ভূমিও ব্যক্তি। যমুনাও ব্যক্তি যিনি নদীরূপে প্রবাহিত হন, কিন্তু চিন্ময় জগতে যমুনা এক ব্যক্তি। চিন্ময় জগতে গঙ্গাসহ কৃষ্ণের সকল পার্ষদই ব্যক্তিবিশেষ।

পারমার্থিক জগতে শ্রীমতি রাধারানী সর্বোত্তম ভক্তরূপে পরিগণিত হন। প্রায়ই স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে, শ্রীমদ্ ভাগবতমে রাধারানীর কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই কিভাবে আচার্যগণ রাধারানীর উল্লেখের প্রতি নির্দেশ করেছেন। রাধারানীর সত্যতা, শ্রীমতি রাধারানীর অস্তিত্ব এত উন্নত যে তা সাধারণ মানুষের বোধের অতীত। সেইজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের উপস্থাপনায় তাঁকে কোনওভাবে লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বারংবার তা প্রকাশিত হয়েছে যেমন এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রাধার উল্লেখ নেই কিন্তু রাধারানীর নামের উৎস, কেন শ্রীমতি রাধারানীই রাধা তা এই শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে — অনয়ারাধিতা, আরাধনা। আরাধনা শব্দের অর্থ ভক্তিমূলক সেবা, অর্চনা — আরাধনা। যিনি আরাধনায় সর্বাপেক্ষা বিশেষজ্ঞ তিনিই রাধা। এইটিই এখানে নির্দেশিত হয়েছে। সেবায় তাঁর তুল্য কেউ নেই। ভক্তিতে তিনি সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং তিনিই কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি। তিনিই কৃষ্ণের সকল আনন্দের আধার।

কৃষ্ণের আনন্দবর্ধনকারী সকল ব্যক্তিই তাঁর প্রকাশ। বৃন্দাবনে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমময় ভাবের আদানপ্রদান করেছেন এবং সকল গোপীই শ্রীমতি রাধারানীর প্রকাশ। কখনও মনে হয় চন্দ্রাবলীর ন্যায় কিছু গোপী শ্রীমতি রাধারানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন। এক অর্থে তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে চান এবং এটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ প্রতিভাত হয়। কিন্তু তিনিও রাধারানীরই প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন শ্রীমতি রাধারানীর প্রথম প্রকাশ। কিন্তু তিনি একজন প্রতিযোগী। কেন এই প্রতিযোগিতা? এই প্রেমময় আদানপ্রদান বর্ধিত করার জন্য। এটি শ্রীল রূপ গোস্বামী নির্দেশ করেছিলেন, অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ (চৈ চ মধ্য ৮।১১১)। প্রেম সরলরেখায় চলে না। প্রেমের গতি সর্পিল, সর্পের ন্যায়। এটি সরলরেখায় চলে না এবং বাধাসঙ্কুল। অনেক বাধা। আপাতভাবে এই বাধাগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রেমময় আদানপ্রদানকে মধুরতর আস্বাদনযোগ্য করে তোলে। বৃন্দাবনে তাই হয়েছে।

আমাদের কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ। এই প্রেমময় আদানপ্রদানের সর্বোচ্চ স্তরই হলো বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে কৃষ্ণের প্রেমময় সম্বন্ধ। বৃন্দাবনের সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতি রাধারানীই হলেন কৃষ্ণের সর্বোচ্চ প্রেমের বিষয়।

কেউ কেউ ভাবেন কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের গোপীদের এই সম্বন্ধ সঠিক নয়।

তারা বলেনও, 'কেন কৃষ্ণ এমন করেছেন?' তারা ভাবেন যে, এটি সঠিক নয়। নীতিবাগীশগণ এইরূপ ভাবেন, কিন্তু প্রকৃত উপলব্ধি হলো যে কৃষ্ণ সর্বোচ্চ নিয়ন্তা। কৃষ্ণই সবকিছুর অধীশ্বর, কৃষ্ণ সবার প্রভু, সবাই কৃষ্ণের। সুতরাং যদি প্রভু কোনকিছু ভোগ করেন সেটি কিভাবে ভ্রান্ত হতে পারে? এই প্রেমময় আদানপ্রদান যাতে অধিক আস্বাদনযোগ্য হয় তাই

যোগমায়া সকল ব্যবস্থাপনা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমতি রাধারানী অন্যের বিবাহিতা। রাধারানীর বিবাহ হয়েছে অভিমন্যু বা আয়ানের সাথে। গোপীদের মধ্যে অনেকেই অন্য গোপগণের বিবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণ এবং গোপীদের মধ্যে এই সম্পর্ক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শুধুমাত্র প্রেমময় আদানপ্রদানের মাত্রা বর্ধিত করার নিমিত্তই এরূপ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের একটি ঘটনা রয়েছে। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ফিলাডেলফিয়াতে ছিলেন এবং সেই সময় ফিলাডেলফিয়াতে একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারতীয়, বাঙালী এবং সেই ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসে প্রভুপাদকে অনুরূপ কথা বলেন যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যা করেছেন তা ঠিক নয়। প্রভুপাদ প্রথমে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সম্বন্ধে নৈতিক বা অনৈতিকতার কোন প্রশ্নই নেই। তিনি যা করেন তাই-ই সর্বোচ্চ নৈতিকতা। কিন্তু এই ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তর্করত থাকেন, না এটি অনৈতিক ছিল। অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদ তাকে বলেন যে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ অনৈতিক কারণ আপনি কৃষ্ণের সম্পত্তি চুরি করেছেন এবং তাকে আপনার স্ত্রী বলে দাবী করছেন। এরপর তিনি ক্ষান্ত হন।

সেইজন্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসকে গোপন রাখা হয় কারণ সাধারণ মানুষ, স্বল্পজ্ঞানী মানুষ এইটি উপলব্ধি করতে অক্ষম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যমে বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে কৃষ্ণের মধুর সম্পর্ক, মাধুর্যলীলা বিশেষভাবে পরিস্ফূট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ গেয়েছেন —

যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা
জগতে জানাত কে?

যদি চৈতন্য মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গ আগমন না করতেন, যদি গৌর না হইত, যদি তিনি না আসতেন, যদি তিনি এই জগতে আবির্ভূত না হতেন তাহলে কেমনভাবে আমি দেহধারণ করতাম, কেমনে ধরিতাম দেহ। প্রেম রসসীমা, প্রেমময় আদানপ্রদানের উচ্চতা, রাধার মহিমা, শ্রীমতি রাধারানীর মাহাত্ম্য, কে এই জগতে প্রকাশ করত? যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ জগতে না আগমন করতেন জগত শ্রীমতি রাধারানীর মহিমা উপলব্ধিই করতে পারত না। শ্রীমতি রাধারানীর মহিমা, গোপীদের সাথে কৃষ্ণের আদানপ্রদানের মহিমা প্রকাশ করতেই মহাপ্রভুর আগমন হয়েছিল।

মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কা'র?

শকতি হইত কার? ব্রজযুবতীদের সাথে কৃষ্ণের প্রেমময় আদানপ্রদান উপলব্ধির ক্ষমতা, শক্তি কার হবে? বরজ যুবতী, ব্রজের যুবতীগণ। বৃন্দাবনের বনে ব্রজের যুবতীগোপীদের সাথে কৃষ্ণের আদানপ্রদান। কে তা উপলব্ধি করত? সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা শ্রীমতি রাধারানীকে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমাদের কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত উৎকর্ষ। এই প্রেমময় আদানপ্রদানের সর্বোচ্চ স্তরই হলো বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে কৃষ্ণের প্রেমময় সম্বন্ধ। বৃন্দাবনের সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতি রাধারানীই হলেন কৃষ্ণের সর্বোচ্চ প্রেমের বিষয়। কৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারানীর ভাব গ্রহণ করে শ্রীমতি রাধারানীর মহিমা প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতি রাধারানীর ভাব ও অঙ্গকান্তি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আগমন করেছেন এবং শ্রীমতি রাধারানীকে প্রকাশ করেছেন। তিনি শ্রীমতি রাধারানীরূপে কৃষ্ণের অস্তিত্বটির সর্বোচ্চ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন, শ্রীমতি রাধারানীর সাথে তাঁর প্রেমময় সম্বন্ধস্বরূপ বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাবিলাসের উচ্চবিষয়টি প্রকাশ করেছেন, এই হলো কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে— প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের সাথে শ্রীমতি রাধারানীকে নির্দেশ করে। এই মহামন্ত্র হলো বৃন্দাবনের পরম প্রেমময় বিগ্রহ। বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের এই অনুপলব্ধ লীলা বিলাসই হলো পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর নিত্য লীলাবিলাসিনীদের সাথে সর্বোচ্চ চিন্ময় আদানপ্রদান। এই হলো চিন্ময় আদান প্রদানের সর্বোত্তম স্তর। চিদাকাশের সর্বোচ্চ লীলাবিলাস।

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বর্তমানে ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার। তিনি বিগত তিন দশক ধরে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করছেন।

প্রশ্ন ১। মহাত্মা কাকে বলে? *—নন্দকিশোর ভৌমিক, বর্ধমান*

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৯। ১৩) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে বলা যায়, যাঁরা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর রূপে জেনে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তাঁরাই মহাত্মা। মহাত্মার স্বরূপ তিনি বলেছেন (গীতা ৯। ১৪) দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।

শ্রীল প্রভুপাদ এক্ষেত্রে বলেছেন, মহাত্মা সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির নানা কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন, তিনি শ্রীহরির নাম গুণ লীলা পরিকর প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন। তিনি পাঁচটি দিব্য রসের যে কোন একটির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অন্তিম কালে নিত্যযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তিনি সর্বতোভাবে যুক্ত থাকেন। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী রূপে পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যে কোনও অবস্থায় পরমপুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিসাধন করার মাধ্যমে যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হওয়া যায়।

মহাত্মা বা সুবুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে এই জ্ঞানে যে, সমস্ত কিছুর মূল উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত কিছুর প্রবর্তনকারী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। পরমেশ্বর ভগবান থেকেই পাওয়া শক্তিতে আমরা বেঁচে আছি, তাই প্রীতি সহকারে তাঁর ভজনা করাই কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন (গীতা ৭। ১৯) বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হয়। সেইরকম মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রশ্ন ২। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন হরিনাম ও ব্রাহ্মণ দীক্ষিত। অন্যজন অদীক্ষিত, যদিও শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু পুরোপুরি ভক্তি চর্চা নেই। সেই রকম অবস্থা কি ঠিক ? *— বৃন্দারিকা গোপী দেবী দাসী, পূর্ব মেদিনীপুর*

উত্তর ঃ সাধন ভজন শীল দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহ-পরিবার হচ্ছে বৈদিক। সাধন ভজন ছাড়া গৃহপরিবার অবৈদিক। ভজন সাধন পরিস্থিতির দৃষ্টিতে চার রকমের স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

১। সমাগ্রশীল — স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই চব্বিশ ঘন্টা মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে পরিবারের কাজকর্ম, চাকরী-ব্যবসা-চাষাবাদ প্রভৃতি পেশাগত কর্ম এবং কৃষ্ণভক্তিমূলক পারমার্থিক কর্ম সম্পাদন করে চলে। কোথাও কেউ থামতে চায় না। এটি সর্বোত্তম পরিবার।

২। অসমাগ্রশীল —স্বামী-স্ত্রী তাদের কর্তব্য কর্ম করে চললেও একজন হরিনাম জপ, গীতা-ভগবত অধ্যয়ন, পূজা অর্চনা, ভোগ নিবেদনাদি করে থাকে। অন্য জন সে সবের মধ্যে নেই। ভক্তি অনুশীলন না করেও তাঁর জুটিকে সহযোগিতা করে। বিরোধিতা নয়।

৩। বিবাদশীল— স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন ভক্তি অনুশীলন করছে। সে আগ্রহী। কিন্তু অন্যজন চায় না যে, তার জুটি ভক্তিপথে এগিয়ে যাক। কারণ, সে মনে করে, আমার সঙ্গী যদি আমিষাদি না আহার করে, তা হলে আমার খাওয়া দাওয়ার খুব সমস্যা হবে। তাই ভক্তি মধ্যে জড়িয়ে থাকতে দিতে কাউকে চাই না।

৪। ভাঁটা পড়া— স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উদ্যম উৎসাহ সহকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করছিল। যে কোনও কারণেই হোক, ভক্তদের কোন তিক্ত ব্যবহারে, কিংবা ভক্তিবিমুখ মানুষদের সঙ্গ প্রভাবে, সেই স্বামী-স্ত্রীর সাধন ভজনে ভাঁটা পড়ে গেছে। তারা কর্মীর মতোই হয়ে গেছে।

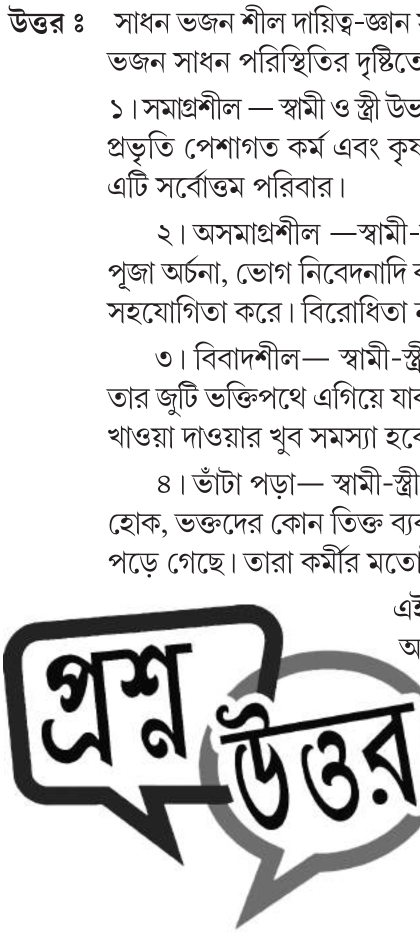

এই চার ধরনের স্বামী-স্ত্রীর কোন্ অবস্থাটা ঠিক, কোন্ অবস্থাটা ঠিক নেই, সেই বিচার আপনি করুন। আমরা কেবল ভক্তি বিনোদন বা ভক্তি আনন্দে থাকতে কামনা করি। সেইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা স্মরণ করি।

আজি বা শতবর্ষ পরে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাকো ভাই।
যত শীঘ্র পারো ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই।।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ইসকন রথযাত্রা

ধর্মীয় ভেদাভেদের মেলবন্ধন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

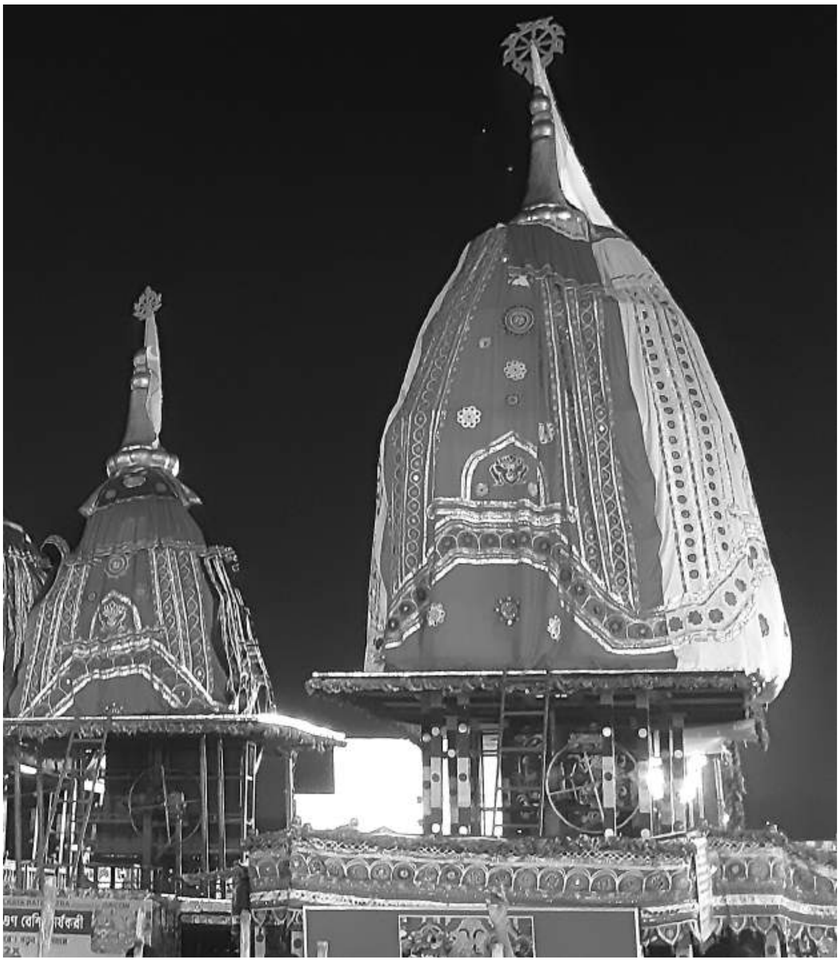

ছোট্ট অভয়ের দুই চোখে অশ্রু। কারণ তার পিতা তাকে ছোট্ট একটি রথ ক্রয় করে দিতে অক্ষম যা অভয় ক্রয় করতে অতিশয় আগ্রহী। অভয় রথযাত্রা উৎসব খুব ভালোবাসে, তাই সে নিজেই এই উৎসব পালন করতে চায়। কিন্তু মনে হয় যে, তার অভিলাষ হয়তো পূর্ণ হবে না। একজন বাঙালী বৃদ্ধা দেখলেন অভয় ক্রন্দন করছে এবং যখন তিনি তার ক্রন্দনের কারণ জানতে পারলেন তখন তিনি অভয় এবং তার পিতাকে একটি পুরাতন রথের সন্ধান দিলেন যা সুলভ এবং রথযাত্রা পালনের জন্য উপযুক্ত। অভয় অতিশয় আনন্দিত হলো। তিনি তার সখা, সাথী, আত্মীয় পরিজন সকলে মিলে রথটিকে অতিশয় সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করলেন এবং তাতে ভগবান জগন্নাথদেবকে স্থাপন করে কোলকাতায় তার গৃহে রথযাত্রা উৎসব পালন করলেন।

কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, সেই ছোট্ট অভয়, পরবর্তীকালে যিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীল প্রভুপাদ নামে খ্যাত হন, বহু বছর পর তিনি কোলকাতাতে এক সুবৃহৎ রথ যাত্রার প্রবর্তন করবেন। ইসকন কোলকাতা ১৯৭২ সালে কোলকাতায় প্রথম রথযাত্রা পালন করে এবং এই বছর ছিল ৪৮তম রথযাত্রা মহোৎসব। অনুষ্ঠানটি শুরু থেকেই হাজার হাজার কোলকাতাবাসীকে আকর্ষণ করে। ১৯৭২ সালে কোলকাতাবাসী এটা দেখে বিস্মিত হন যে, সাদা চামড়ার আমেরিকান এবং ইউরোপীয়নরা ধুতি, কুর্তা পরিধান করে রথযাত্রার শোভাযাত্রায় নৃত্য-কীর্তনে মগ্ন। তখন থেকেই প্রতি বছর এই রথযাত্রা উৎসবের আকার এবং পরিধি বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আজ শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষজনেরাই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে না, এই উৎসবে আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরের জনগণ এমন কি ভারতবর্ষের বাইরের শ্রদ্ধালুরাও এই রথযাত্রা মহোৎসবে অংশগ্রহণ করছে। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রদ্ধালুরা নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু শ্রদ্ধালুরাও আজ অতি উৎসাহের সঙ্গে এই রথযাত্রা মহোৎসবে অংশগ্রহণ করছে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কখনোই মানুষকে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ধর্ম মতবাদ ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভাবে পার্থক্য করেনি। তাই বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ আজ ইসকনের এই সামাজিক সৌহার্দ্যের বাণী প্রচারের কঠিন পরিশ্রম এবং প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করছে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা সকলেই একই পরম পিতার সন্তান তাই আমাদের সকলেরই একই সঙ্গে ভ্রাতা এবং ভগিনীর ন্যায় সহাবস্থান করা উচিত। আজ সমগ্র বিশ্ব যখন বিভেদ কামী শক্তির উত্থান দেখছে তখন শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা এই বিশ্বকে একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। তাই রথযাত্রার মতো মহোৎসব যেখানে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক প্রেক্ষাপটের মানুষজন একত্রিত হয় এই মহোৎসবকে সফল করার জন্য। সেখানে একত্রিত মানুষের এই মনোভাব সমাজে শান্তি এবং ঐক্যের বাণী প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোলকাতা রথযাত্রা মহোৎসবকে সফল করার জন্য ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিবর্গও পরিপূর্ণ ভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তিনটি সুদৃশ্য রথ তৈরী থেকে গুণ্ডিচাতে অপরূপ মন্দির নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের সরবরাহ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তারা মিলিত ভাবে কর্ম সম্পাদন করেন।

জগন্নাথপুরীর ন্যায় এখানেও জগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানীর মূল বিগ্রহ মন্দির থেকে বাইরে আনা হয় এবং তিনটি বৃহৎ রথে স্থাপন করা হয়। এই বছর ৪ঠা জুলাই এই মহোৎসবে পালিত হয় এবং হাজার হাজার ভক্ত এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

শোভাযাত্রার প্রারম্ভে রথের সম্মুখে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জী তৎসহ বহু বিখ্যাত অতিথিবর্গ এবং ইসকনের প্রবীণ আচার্যগণ রথের রশি টেনে এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনি সহযোগে রথযাত্রার সূচনা করেন। ভক্তগণ যারা দীর্ঘ সময় ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন রথের রশি টানার সুযোগের জন্য তারা তখন অতি উৎসাহের সঙ্গে রথের রশি টানতে শুরু করেন।

ভগবান গুণ্ডিচা মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। এই সময়কালের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জনতা নয় দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। তারা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেন। সমগ্র দিবস গুণ্ডিচা মন্দির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরগম থাকতো। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহগণকে ঐশ্বর্য বেশে শৃঙ্গার করানো হতো।

রাস্তাগুলি রঙীন রঙ্গোলী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শত শত মহিলা ভক্তগণ আরতি পাত্র, শঙ্খ ধ্বনি, পবিত্র জল সিঞ্চন এবং পুষ্প নিক্ষেপ সহযোগে রথযাত্রার পথটিকে পবিত্রকরণ করছিলেন। ভগবানকে স্বাগত করার জন্য ভক্তরা 'স্বাগতম্ জগন্নাথ, স্বাগতম্ বলদেব, স্বাগতম্ সুভদ্রা' কীর্তন করছিলেন। সমগ্র শোভাযাত্রায় ভক্তরা নৃত্য, কীর্তন, করতাল, মৃদঙ্গ বাদন ইত্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। অনেক লোক যারা রথযাত্রা দর্শন করার জন্য পথপার্শ্বে একত্রিত হয়েছিলেন তারাও নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি এবং রাস্তায় নেমে এসে ভক্তদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথের দিব্য নাম সংকীর্তনে মগ্ন হয়ে যান। যেহেতু এটি কর্ম দিবস ছিল তাই কর্মীগণ তাদের দপ্তর থেকে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নেমে আসেন এবং রথের রশি টেনে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

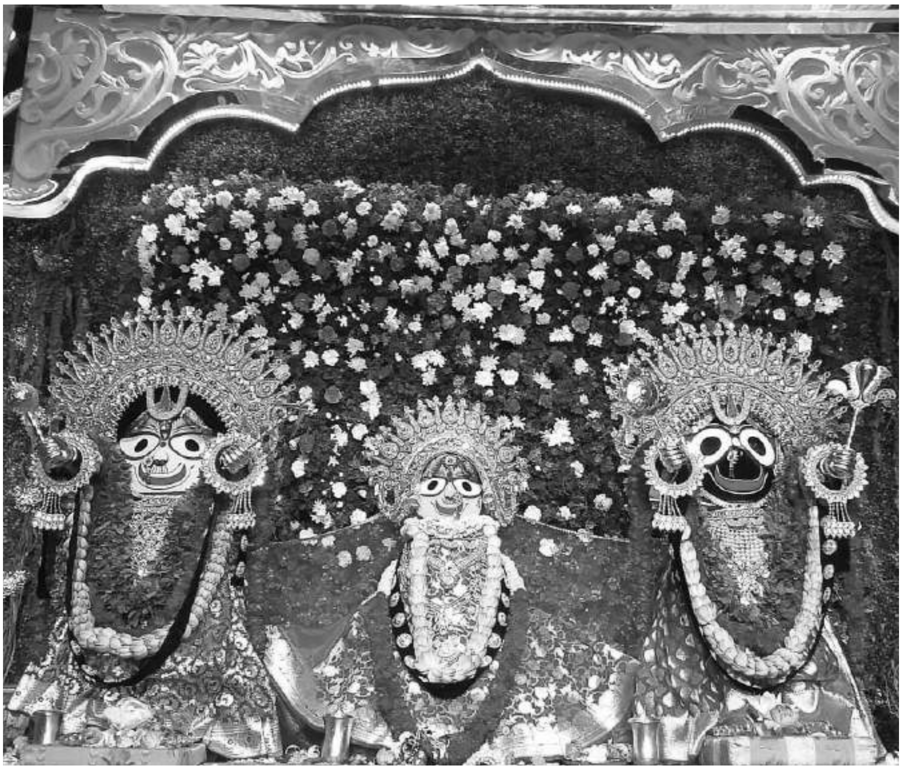

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের প্রেম, ভালবাসা সহযোগে সুরক্ষা প্রদান করা হোক এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চায়। একটি চিত্র প্রর্দশনীর ব্যবস্থাও করা হয়। যেখানে শিল্পীগণ তাদের কলা দ্বারা প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনের বহু চিত্র অংকন করেন, যেমন তাদের জীবনের যাত্রা, সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য থেকে কিভাবে অবসর জীবনে স্থানান্তর, তাদের সংঘর্ষ এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রতিকূলতা, তাদের দুর্বলতা, এবং সমাজ কেমন ভাবে একত্রিত হয়েছে তাদের জীবনের সুখ শান্তি বহন করে নিয়ে আসতে এবং আমরা কেমন ভাবে তাদের এই পাহাড় প্রমাণ অভিজ্ঞতার সহযোগে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারি ইত্যাদি।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠিত হয় যেখানে বহু শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পীরা বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য যেমন ভারত নাট্যম্, কত্থক, কথাকলি ইত্যাদি ধ্রুপদ নৃত্য

শোভাযাত্রাটি ছিল রঙীন এবং প্রাণোচ্ছল। তিনটি সুবৃহৎ রথ কোলকাতার রাজপথে প্রায় পাঁচঘন্টা ভ্রমণ করে এবং পরিশেষে প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টাতে কোলকাতার এক অন্যতম বৃহৎ খোলা ময়দান ব্রিগেড গ্রাউন্ডে পৌঁছায়।

বিগ্রেড গ্রাউন্ডে একটি অস্থায়ী গুণ্ডিচা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল এবং মন্দিরের চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকারের স্টল নির্মাণ করা হয়। তিনটি শ্রীবিগ্রহ গুন্ডিচাতে নয় দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। প্রত্যহ জগন্নাথদেবকে তার ভিন্ন ভিন্ন লীলা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে শৃঙ্গার ও সজ্জাকরণ করানো হয়।

এই বৎসর রথযাত্রার মূল ভাবটি ছিল ''প্রবীণদের সম্মাননা" ভারতবর্ষের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আমাদেরকে প্রবীণদের সুরক্ষা প্রদানের শিক্ষা দান করে। ভারতের ইতিহাসে শ্রবণ কুমার নামে এক মহান পুত্রের ঘটনা জানা যায় যিনি তার অন্ধ পিতা-মাতাকে আপন স্কন্ধে বহন করে বহু তীর্থ ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কলিযুগের প্রভাবে আজ সমাজ এত জড়বাদী হয়ে পড়েছে যে, কেউ কেউ নিজ পিতা মাতা এবং পরিবারের অন্যান্য প্রবীণদের যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রবীণ পুরুষ এবং স্ত্রীগণ যারা তাদের অতি প্রয়োজনের সময়েও সমাজকে তাদের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদান করেছেন আজ তাদের সর্বতোভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এই রথযাত্রায় ইসকন আজকের দিনের

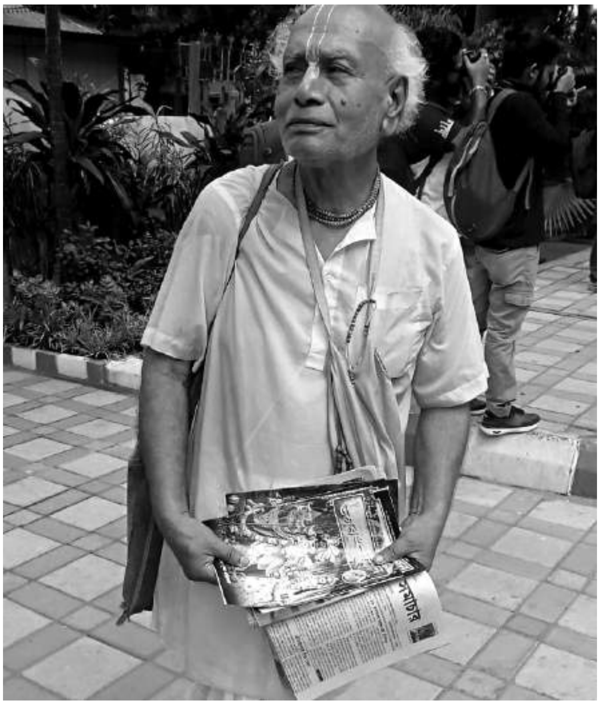

পরিবেশন করেন। জগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রাদেবী তাঁদের গুণ্ডিচা মন্দিরের অবস্থান কাল খুব উপভোগ করেন এবং উল্টোরথের দিনে ১২ই জুলাই পুনরায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

রথযাত্রা ইসকনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজ সমগ্র বিশ্বে প্রায় এক হাজার শহরে মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালিত হচ্ছে।

মায়াপুর, যা ইসকনের আন্তর্জাতিক প্রধান দপ্তর সেখানেও বৃহৎ রথযাত্রা মহাসমারোহে পালিত হয়। জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা মহারাণীর বিগ্রহ রথে আরোহন করে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে যাত্রা করে মায়াপুরের রাজপথ ধরে ইসকন মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির প্রাঙ্গনে নির্মিত গুণ্ডিচা মন্দিরে আগমন করেন।

এই তিনটি শ্রীবিগ্রহ প্রতিটি পদক্ষেপে নৃত্যের তালে তালে সুসজ্জিত রথের অভিমুখে গমন করেন, এটিকে পাহণ্ডি বিজয় বলা হয়। রথে তারপর মহা আরতি সম্পন্ন করা হয়। রথ শোভাযাত্রা শঙ্খ ধ্বনি এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনি সহযোগে শুরু হয়।

হাজার হাজার উৎসাহী জনতা রাস্তার দুই পার্শ্বে অপেক্ষা করতে থাকেন ভগবান জগন্নাথদেবকে অন্তত এক পলক দেখার জন্য এবং রথের চিন্ময় রশিতে টান দেবার জন্য। অনেক শ্রদ্ধালু যারা রাস্তাতে স্থান করতে পারেননি তারা বাড়ীর ছাদে অপেক্ষা করতে থাকেন এই বর্ণময় শোভাযাত্রা দর্শন করতে এবং ভগবানকে সুস্বাগতম করতে। প্রায় সত্তরটির অধিক দেশ থেকে ভক্তরা আসেন এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে যার মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া এবং চায়নাও ছিল।

ভগবান গুণ্ডিচা মন্দিরে নয়দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। এই সময়কালের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জনতা নয় দিন ব্যাপী অবস্থান করেন। তারা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আসেন। সমগ্র দিবস গুণ্ডিচা মন্দির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরগম থাকতো। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহগণকে ঐশ্বর্য বেশে শৃঙ্গার করানো হতো। প্রত্যহ মহা আরতি, কীর্তন, জগন্নাথষ্টকম্ কীর্তন এবং বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্পাদন করা হতো। ভক্তদেরকে দেখা যেত ঘন্টার পর ঘন্টা ভগবান জগন্নাথদেবের সম্মুখে জপরত অবস্থায়, প্রচুর পরিমানে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। একজনকেও ভগবান জগন্নাথের সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন ব্যতীত মন্দির ত্যাগ করতে দেওয়া হয়নি। ১২ই জুলাই উল্টোরথ যাত্রা উৎসব পালিত হয় যেখানে তিন শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচা মন্দির থেকে প্রস্থান করে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্টো রথযাত্রা মহোৎসবে দশ হাজারের বেশী ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

অস্ট্রেলিয়ায় গোল্ড কোস্টঃ হরেকৃষ্ণ রেঁস্তোরার স্বর্ণখনি

ইসকন নিউজ ঃ স্বর্ণোজ্জ্বল বেলাভূমি, উষ্ণ ক্রীড়া এবং থিম পার্ক ইত্যাদি সহযোগে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্ট বেলাভূমি এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এসব ছাড়াও এই বেলাভূমি হরেকৃষ্ণ রেঁস্তোরার স্বর্ণখনি। পাশ্চাত্য বিশ্বে অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে প্রসাদম কেন্দ্র। যেখানে পুরো দেশে কুড়িটি অতুল্য ভক্ত রেঁস্তোরা বিদ্যমান। তার মধ্যে ন্যুনতম ছয়টি গোল্ড কোস্টে ত্রিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত।

সুতরাং যদি আপনি বৃহৎ রকমারি স্বাদের এবং বরাদ্দ অনুযায়ী সুলভ মূল্যে প্রসাদ পেতে চান তাহলে অবশ্যই গোল্ড কোস্টে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করুন।

অতি সাম্প্রতিক কালে কোলাঙ্গাট গোবিন্দ ১৬ই মে সফলতার সঙ্গে উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০০০ সালের প্রাক্কালে নিউ সাউথ ওয়েলসের টুইড ভ্যালীর এক হাজার একরের নিউ গোবিন্দ ফার্ম বৃহৎ ঋণগ্রস্ত ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত মন্দির সভাপতি অজিত দাস সমগ্র দেশে মিউজিক উৎসব প্রসাদ বিতরণের পরিকল্পনা করেন। এই প্রয়াস শুধুমাত্র সম্প্রদায়কেই রক্ষা করেনি, এটি এত জনপ্রিয় হয় যে, জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, ভক্তরা কখন রেঁস্তোরা খুলবেন।

দশবছর পূর্বে এপ্রিল মাসে কাবুলে হেড নামে এক মনোরম বেলাভূমি শহরে গোবিন্দা স্থাপিত হয়। তখন থেকে এটি নিউ গোবিন্দার আয়ের মূল উৎস এবং এর থেকে ফার্মের ৮০টি গাভী, কৃষ্ণভাবনামৃত স্কুল এবং আরও অনেক কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করে। যদিও এটি একটি ছোট কেন্দ্র তথাপি প্রত্যহ ৫০০ প্লেট প্রসাদ সরবরাহ করে।

প্রবন্ধক নিতাই চন্দ্র দাস বলেন, ''মানুষ সকালে আমাদের রেঁস্তোরা খোলার জন্য অপেক্ষা করে এবং তার পর ভীড়ের বন্যা হয়''। আমাদেরকে দরজার বাইরে তাদের জন্য লাইন লাগাতে হয় এবং ভেতরে এক জনেরও জায়গা না থাকা পর্যন্ত প্রবেশ করাতে হয়। সুতরাং আমরা এখন অনুভব করছি যে, আরও একটি খুলতে হবে।''

ভক্তবৃন্দকে ডিজিটাল প্রচারক পাঠ্যক্রম প্রদান

ISKCON
The Digital Preacher
CERTIFICATE OF GRADUATION
Awarded To
Your Name
Graduating From
Digital Preacher Challenge
Date: 2019-01-07
Serial No.
cert_123456789
Anuttama Das
INTERNATIONAL DIRECTOR OF COMMUNICATIONS

মাধব দাস ঃ বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত সোশ্যাল মিডিয়া এবং পরামর্শদাতা ইসকন ভক্তদের কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করা যায় এবং কিভাবে তা মন্দির থেকে বহু দূরবর্তী স্থানেও অধিক রূপে প্রচার করা যায় তার শিক্ষা প্রদান করছে।

শব্দ হরি দাস তার ব্যাঙ্গালোর স্থিত সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার চালাচ্ছে বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিকাশ গুরু

যেমন টনি রবিনস্, টি.হাব.একার এবং ব্রায়ন ট্রেসিদের হয়ে। তিনি ২০, ০০০ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাদের ব্যবসাকে বৃদ্ধি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে।

২০১৮ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইসকন সম্প্রচার সম্মেলনে তিনি ভক্তদের জন্য একটি নুতন প্রকল্পের স্থাপনা করেন যার নামকরণ হয়েছিল 'দ্যা ডিজিটাল প্রিন্টার চ্যালেঞ্জ' বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৬০০ ভক্ত এই পাঠক্রম থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন।

এই পাঠ্যক্রম এই শিক্ষাও দিচ্ছে কিভাবে কার্যকরী প্রবন্ধ, ফেসবুক নোট, স্মার্ট ফোনে ভিডিও রেকর্ডিং, ক্যামেরার সামনে সাবলীল বক্তব্য রাখা, প্রবন্ধ বিনিময়, বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে বিশেষ ভিডিও, হোয়াট্স অ্যাপ গ্রুপ এবং লোকেরা একই বিষয়ে অনলাইন আলোচনা করতে আগ্রহী তাদের নিয়ে নেচার ট্রাইব গঠন ইত্যাদি করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী তুলসী গ্যাবার্ড-এর কীর্তনে নেতৃত্ব দান

ইসকন নিউজ ঃ হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ওমেন রাজনীতি থেকে সামান্য বিরতি নিয়ে, ৮ই জুন নিউইর্য়কে ইসকন রথযাত্রা উৎসবের কীর্তনে নেতৃত্ব দেন।

বর্তমানে গ্যাব্রাড যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে প্রচার করছেন। সম্প্রতিকালে ডেমোক্রেটিক ন্যাশানাল কমিটি ২০২০ সালের প্রাথমিক প্রচার বিতর্কে কুড়িজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর মধ্যে তার নামও বিবেচনা করেন।

তুলসী গ্যাবার্ড নিউইয়র্কে তার ব্যস্ততম সময়সূচীর মধ্যে থেকে সময় বের করে ওয়াশিংটন পার্কে রথযাত্রার শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে মূল কীর্তন তাঁবু পরিদর্শন করেন।

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী দ্বারা অভ্যর্থনা লাভের পর তিনি তার প্রবচন শোনেন এবং পরে মঞ্চে অবরোহন করেন।

তিনি প্রায় তিনশ জনতার সমাগমকে উদেশ্য করে বলেন, ''জয় ভগবান জগন্নাথ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ স্বামী প্রভুপাদের জয়।'' ''আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে এই রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে ধন্য। এটি আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দদায়ক যে, রাজনীতিকে কিছু সময়ের জন্য পাশে সরিয়ে রেখে আমার মনকে, হৃদয়কে ভগবানের দিব্য নাম এবং তাঁর আমাদের সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার নিকট নিজের মনকে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছি।''

তারপর তিনি কীর্তনে নেতৃত্ব দেন, প্রায় পনের মিনিট কাল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, যাতে তার স্বামী আব্রাহাম উইলিয়ামস অ্যাকাষ্টিক গীটার এবং ইসকন ভক্তরা প্রথাগত বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তার সঙ্গে সঙ্গত করেন।

লেখক দীপক চোপড়া নিউইর্য়কে প্রভুপাদের এক সেট গ্রন্থ গ্রহণ করলেন

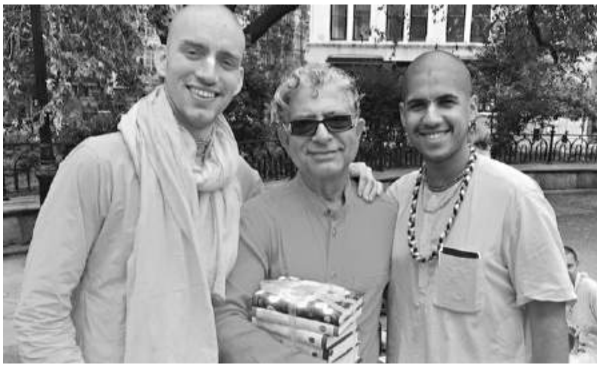

ইসকন নিউজ ঃ যুগধর্ম সংকীর্তন আশ্রমের ভক্তগণকে প্রায় রোজই নিউ ইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়ারে কীর্তন এবং গ্রন্থ বিতরণ করতে দেখা যায়। কালীয় কৃষ্ণ দাস সংকীর্তনের অন্যতম নেতা ভক্ত বিশ্ববিখ্যাত লেখক দীপক চোপড়াকে ভূগর্ভ পথ থেকে বাহির হতে দেখেন। তিনি এই কথা কৃষ্ণপ্রসাদ এবং গোপাল বন্ধু দাসকে বলেন এবং তারা তখন শ্রী চোপড়ার সঙ্গে কথা বলতে যান। তারা উভয়েই তাকে সম্বোধন করেন। তিনি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদাচার করেন এবং বলেন যে, তিনি বহু ইসকন মন্দির পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, লণ্ডনের ভক্তিবেদান্ত ম্যানর তার অত্যন্ত প্রিয়। আপাত দৃষ্টিতে তিনি ভক্তদের ভক্তিবেদান্ত ম্যানরের দাতা জর্জ হ্যারিসনের খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ দাস শ্রীচোপড়াকে একটি বিস্কুট দেন এবং বলেন, ''এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ।'' তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং কিছু অর্থমূল্য অনুদান ঝুড়িতে দান করেন।

তিনি বলেন যে, তার কাছে শ্রীল প্রভুপাদের অনেক গ্রন্থ রয়েছে কিন্তু গোপালচন্দ্র দাসকে কোন প্রকারে এক সেট গ্রন্থ এনে তার হাতে অর্পণ করেন। তিনি ভক্তদের তার ফোনে একত্রে এক ছবি তুলতে অনুরোধ করেন এবং ভক্তরা তা সানন্দে গ্রহণ করেন। তারপর শ্রী চোপড়া এক মহান অনুদান জ্ঞাপন করেন এবং ভক্তদেরকে তাদের সেবা দানের জন্য ধন্যবাদ দেন।

ভেজ ফ্রুট কোর্মা

উপকরণ ঃ আলু বড় সাইজের ১টি। ফুল কপি মাঝারী সাইজের ১টি। গাজর ২০০গ্রাম। কড়াইশুঁটি খোসা ছাড়ানো ১০০ গ্রাম। চেরী ফল ১০টি। আনারসের টুকরো ৮-১০টি। আপেলের টুকরো ৮-১০টি। কাজুবাদাম ১৫০গ্রাম (তার মধ্যে ১০০ গ্রাম গোটা থাকবে ও ৫০ গ্রাম বাটা থাকবে)। কিসমিস ২৫ গ্রাম। আমূল দই ২০০ গ্রাম। সাহি গরম মশলা ২ চা চামচ। (জায়ফল, জয়ত্রী, সা জিরে, সা মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি একসঙ্গে গুঁড়ো করা। এই মিশ্রণকে সাহি গরম মশলা বলে।) আদা বাটা ২ চা-চামচ। লবণ ও চিনি পরিমাণ মতো। বাটার ৫০ গ্রাম। ফ্রেস ক্রিম ১টি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ গাজর, ফুলকপি, আলু, ছোট ছোট করে টুকরো করে ধুয়ে নিন। ফলগুলি সব টুকরো করে একটা পাত্রে রাখুন। কাজু বাদাম হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। কড়াই উনানে বসিয়ে গরম হলে অল্প বাটার দিন। সব সবজী দিন। মটরশুঁটি দিন। নুন পরিমাণ মতো দিয়ে খুন্তিতে নাড়াচাড়া করে একটা ঢাকনা চাপা দিন।

দু-তিন মিনিট পরে ঢাকনা খুলে দেখুন সেদ্ধ হয়েছে কিনা। না হলে আবার ঢাকনা চাপা দিন। সবজী সেদ্ধ হয়ে গেলে কড়াই থেকে একটা পাত্রে নামিয়ে রাখুন।

এবার কড়াইতে বাকি বাটার দিন। আদা বাটা, কাজু বাটা, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে খুন্তিতে নাড়াচাড়া করে দই দিন। ২মিনিট নাড়ুন। তারপর ভেজে রাখা সবজীগুলো দিন। সামান্য চিনি দিন। ২ মিনিট নাড়ুন। ফলের টুকরো এবং চেরী দিয়ে নেড়ে ক্রীম দিন। নাড়িয়ে দিয়ে আঁচ থেকে কড়াই নামিয়ে নিন।

গরম গরম পরটার সাথে এই কোর্মা থালাবাটীতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

১০ম অধ্যায়

এই অধ্যায়ের বিভাজন—

১নং-৭নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না, তবে তাঁর কৃপায় ভক্তরা তাঁকে জানতে পারেন।

শ্লোক চতুঃশ্লোকী গীতা।

১২নং-১৮ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব জেনে অর্জুন সবিস্তারে তাঁর বিভূতি সম্বন্ধে শুনতে চাইলেন।

১৯নং-৪২নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত বিভূতির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভূতির কথা বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে আমরা দেখেছি, যখন মা-কিংবা বাবা ছেলেকে কিছু পূর্বের থেকে ভাল জিনিষ বোঝাতে চাইবে তখন কাছে বসিয়ে আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করেন ঠিক তেমনি ভগবানও যেন অর্জুনকে খুব আদর করে বলতে শুরু করেছেন।

১নং শ্লোক—হে মহাবাহো! পুনরায় শ্রবণ কর, যেহেতু তুমি আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিতকামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি, তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি। উৎকৃষ্ট তত্ত্বটি কি? ভগবানের বিবিধ প্রকাশ বিভূতি ও কার্যাবলী সম্পর্কিত আরো গূঢ় জ্ঞানের কথা বলবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবম অধ্যায়ের শেষ থেকে বলেছেন, তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। অর্জুনের মনে এই ভাবনার উদয় হচ্ছে 'প্রভু' শুধুমাত্র 'আমার' কথাটি কেন এতবার বলেছেন শিব, ব্রহ্মা সূর্য ও চন্দ্রের কথা কেন বলছেন না—উনাদের তো অনেক ভক্ত আছে। ভগবান অন্তর্যামী তাই বুঝতে পারলেন অর্জুন যদিও আমার অনেক শক্তির কথা ইতিপূর্বে শুনেছে তবুও আরো আমার বিবিধ প্রকাশ ও বিভূতির কথা শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে—তাই ভগবান দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগের কথা বলতে শুরু করলেন।

২নং শ্লোক — শ্রীকৃষ্ণকে কারা পূর্ণ রূপে জানতে পারেন? দেবতারা ও মহর্ষিরাও জানতে পারে না কারণ তাঁদের উৎস হলেন শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ছেলে কিভাবে বাবার জন্মের কথা জানতে পারবে—যদি বাবা কৃপা করে ছেলেকে জন্মের কথা বলে তবে জানতে পারবে। এক সময় ব্রহ্মা ভগবানের কাছে গিয়ে দন্ডবৎ প্রণাম করে বললেন,''প্রভু! আমি আপনাকে জানতে পেরেছি।'' 'প্রভু' বললেন, কি জেনেছো বলো! ব্রহ্মা বললেন, ''হে প্রভু! কেউ আপনাকে পূর্ণ রূপে জানতে

পারবে না এটা জেনেছি।” তা হলে কেউ জানতে পারবে না? যাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের শ্রীচরণ কমলে শরণাগত হয়েছেন — এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে জানতে পারবেন।

৩নং শ্লোকে ভগবান বোঝাতে চাইছেন, সকলে আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানতে পারবে না। ৭/৩ গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষদের মধ্যে কোন একজন আমাকে জানতে পারেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—তা হলে আমার পক্ষে কি করে সম্ভব? ড্রেনের জলকে ফিল্টার করে পরিষ্কার করে শুদ্ধ করা খুবই কঠিন, কিন্তু যদি গঙ্গার জলের স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় আর নোংরা দেখা যায় না —ঠিক তেমনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে গেলে তাঁকে বোঝা কঠিন হবে না খুব সহজে জানতে পারবেন।

কেন ভগবান এই গুণগুলির কথা বললেন? ভগবান বলতে চাইছেন, ভাল-খারাপ সমস্ত গুণগুলি আমার কাছ থেকেই আসে। যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি করতে চান তাঁদের এই গুণগুলি অর্জন করা প্রয়োজন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, আপনি যখন ভগবদ্ভক্তি করতে শুরু করবেন তখন আপনা থেকেই এই গুণগুলি প্রকাশিত হবে। আর এই শ্লোকের প্রথমেই বলা হয়েছে বুদ্ধি ও জ্ঞান। বুদ্ধি কাকে বলে? — যথাযথ ভাবে বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি। আর জড় ও চেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় জ্ঞান।

৬নং শ্লোকে ভগবান তাঁর সৃষ্টির কথা এখানে বলছেন, ভগবানের তিন জন পুরুষ অবতার আছেন যাঁরা হলেন ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ। ১) মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, যাঁর লোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে — ২) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রবেশ করেন — তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয় ব্রহ্মা যে জীব সৃষ্টি করেন প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ৩) ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অবস্থান করেন পরমাত্মা রূপে। ব্রহ্মা প্রথমে মন থেকে জীব সৃষ্টি করতে শুরু করলেন —সপ্তমহর্ষি, চার কুমার ও ১৪ জন মনু। প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁর পত্নীর নাম শতরূপা। উনাদের মাধ্যমে প্রথম মৈথুন ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টির কার্য শুরু হয়। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার মাধ্যমে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়। তাঁদের মধ্য দেবহুতির বিবাহ হয় কর্দম মুনির সাথে। তাঁর ৯টি কন্যা সন্তান হয়। তাঁদের সঙ্গে বিবাহ হয় মহর্ষিদের সাথে। তাই আমরা তাঁদের বংশ পরম্পরা ধারায় আছি তাই আমাদের গোত্রের নাম অঙ্গিরা, অত্রি, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি।

৭নং শ্লোক —ভগবানের বিভূতি ও ঐশ্বর্য জানলে কি লাভ— (১) সমস্ত প্রকার সন্দেহ, মোহ ও পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। (২) অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়া যায়। (৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হওয়া যায়।

৮নং শ্লোক শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত কিছুর উৎস —এটা জেনে পণ্ডিতগণ দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ভজনা করেন।

৯নং শ্লোক ভক্তের মহিমা বর্ণনা করেছেন ‘মচ্চিত্তা’ মানে আমার নাম করা মাত্রই তাঁদের চিত্তে আমার চিত্র প্রকাশ পায়। যেমন গরম জিলিপির কথা বাবা বললেন তখন সঙ্গে সঙ্গে জিলিপির ছবিটা মনে ভেসে ওঠে কিনা। ঠিক সেই রকম ‘মদ্‌গত প্রাণা’— আমার কথা তাঁদের প্রাণ স্বরূপ।

‘হে অর্জুন, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।’ সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিভূতি ও প্রকাশের কথা বলা হয়েছে, যা দর্শন ও স্মরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়।

১০ নং শ্লোক সেই ভক্তদের হৃদয়ে আমি অবস্থান করে শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বুদ্ধি যোগদান করি। ভগবান বুদ্ধি সকলকে দেন, যেমন একটা ইঁদুর কিভাবে ধান তার গর্তে রাখবে সেই বুদ্ধি দেন, কিন্তু বুদ্ধিযোগ শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তদের দান করেন যাতে মৃত্যুর পর তাঁর ধামে ফিরে যেতে পারেন।

১১নং শ্লোক ভগবানের কৃপা তিনি হৃদয়ে অবস্থান করে ভক্তের হৃদয়ের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করেন এবং উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অন্ধকার নাশ করেন।

১২নং-১৩নং শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন এবং মহান মহান দেবতা ও ঋষিদের নাম উল্লেখ করে তা নিশ্চিত করেছেন।

১৪নং শ্লোক ‘কেশব’ কথাটির অর্থ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ উল্লেখ করেছেন ‘কে’ দ্বারা ব্রহ্মা, ‘শ’ দ্বারা শিবকে এবং ‘ব’ দ্বারা বেঁধেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ তত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মা ও শিবকে বেঁধে রেখে দিয়েছেন এবং তাঁদের ভক্তে পরিণত করেছেন। তাই দেবতা ও দানবেরা কিভাবে জানতে পারবেন। ১৫নং শ্লোকে কৃষ্ণই কৃষ্ণকে সত্যিকারের অর্থে জানতে পারেন সেই কথাটি অর্জুন উল্লেখ করেছেন। (ক) পুরুষোত্তম —যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের থেকে উত্তম।

(খ) ভূতভাবন — শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের পিতা এটা সকলে জানতে পারে না, তাই অর্জুন ভগবানকে ভূতভাবন বলে উল্লেখ করেছেন। (গ) ভূতেশ—শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের নিয়ন্তা এটা সকলে বুঝতে পারে না তাই অর্জুন ভূতেশ বলে সম্বোধন করেছেন। (ঘ) দেব-দেব— সমস্ত দেব দেবীর উৎস। (ঙ) জগৎপতে —সমস্ত জগতের পতি।

১৬নং — যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা সমস্ত গ্রহলোকে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন সে সম্বন্ধে আপনি নিজেই বলুন।

১৭নং — অর্জুন প্রশ্ন করছেন কিভাবে নিরন্তর চিন্তা করব। কিভাবে জানতে এবং স্মরণ করতে পারব।

১৮নং অর্জুন 'জর্নাদিন' সম্বোধন করে আরও শুনতে ইচ্ছা করছেন। 'জর্নাদিন' মানে -সকল মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য যাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাঁকে জর্নাদন বলে।

১৯নং অর্জুনের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ এতই প্রীত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর উত্তর এভাবেই শুরু করেছেন 'হন্ত তে' হ্যাঁ তোমাকে—আমি আমার বিভূতি সম্পর্কে বলব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত বিভূতির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন ২০নং—৩৯নং শ্লোকে প্রায় ৭৪টি বিভূতির কথা উল্লেখ করেছেন।

৪০নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাঁর অনন্ত বৈভবের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলেন।

৪১ নং —এই জগতে বা অপ্রাকৃত জগতে যা কিছু সুন্দর বা মহিমান্বিত তা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

৪২নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে অর্জুন, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।' সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিভূতি ও প্রকাশের কথা বলা হয়েছে, যা দর্শন ও স্মরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

পবিত্র স্থানে এক চোর

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

একদা এক চোর ছিল এবং সে তার বন্ধুদের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিল।

তাই রাত্রিকালে যখন অপর বন্ধুরা নিদ্রাতে ছিল, তার রাত্রিকালে চুরি করা অভ্যাসবশতঃ চুরি করার জন্য ঘুম থেকে উঠে পড়ল।

সে তখন সারা রাত্রি ব্যাপী তার বন্ধুদের একে অপরের ব্যাগগুলো যেখানে সেখানে রেখে দিল। কিন্তু সে তীর্থ ক্ষেত্রে আছে এই চেতনবোধ থেকে সে কোন বস্তু চুরি করল না।

সকাল বেলায় সকলে উঠে চারিদিকে দেখতে লাগল...

তখন চোর নিদ্রা থেকে উঠে বন্ধুদের সব কিছু ব্যাখ্যা করল।

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! পেশাগতভাবে আমি একজন চোর, এবং রাত্রিকালে আমার চুরি করার অভ্যাসের কারণে আমি নিজেকে প্রতিহত করতে পারিনি। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, তীর্থস্থানে এসব করা উচিত নয়। তাই আমি একে অপরের ব্যাগ স্থানান্তরিত করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

তাৎপর্য ঃ এই হলো অভ্যাস। সে করতে চায়নি কিন্তু এটি করা তার অভ্যাস ছিল। প্রকৃতে ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মানি সর্বশঃ এর অর্থ হচ্ছে অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি।

শ্রীরাধা কর্তৃক কুমীর বধ

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

একদিন বাচ্চা রাধাকে সঙ্গে নিয়ে মা কীর্তিদা অন্যান্য মাতাজীদের সঙ্গে যমুনা স্নানে গেলেন। রাধাকে মা কীর্তিদা সুন্দর করে স্নান করিয়ে ঘাটের উপরে এসে একস্থানে বসালেন। তারপর যমুনার জলে নামলেন। গলা অবধি জলে নেমে ভগবৎ মন্ত্র সম্পন্ন করছিলেন। সেই সময়ে একটা বড়ো কুমীর যমুনার জলের মধ্যে কীর্তিদা মায়ের পায়ে কামড় দিয়ে গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে গেল। কীর্তিদা মা 'টেনে নিল, বাঁচাও' বলে আতঙ্কিত ভাবে চীৎকার করলে অন্যান্য মাতাজীরা সম্পূর্ণ ভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ল। 'হায় রে কীর্তিদা' বলে কোন্ দিকে কি করবে বুঝতে না পেরে এক মাতাজী ঘাটের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অন্য একজন মাতাজী বৃষভানু মহারাজের কাছে বলতে যাবার চেষ্টায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল। অন্য এক মাতাজী 'হে ভগবান আমি কি করব!' বলেই ঘাটের উপরেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই স্থানে অন্য লোকজন কেউ সেই সময়ে ছিল না। কীর্তিদামাকে গভীর জলের ভেতরে কুমীরে টেনে নিয়েছে। কীর্তিদার অবস্থা খারাপ। অন্যান্য মাতাজীরা সবাই মূর্ছিত। কেবল মাত্র দুধের বাচ্চা রাধা ঘাটের ওপরে বসেছিল। সে তখন জলে ঝাঁপ দিল। গভীর জলের মধ্যে রাধা সেই কুমীরটাকে পদাঘাত করল। পদাঘাতটি ছিল এত জোরালো যে, কুমীরটা যমুনার পাড়ে এসে পড়ল। কিন্তু মা কীর্তিদাকে সে ছাড়েনি। কীর্তিদা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাধা তখন দেবী দুর্গার মতো রূপ ধারণ করে। তার বহু বাহু, বহু অস্ত্র ধারিণী রূপ তিনি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। সেই চক্রে কুমীরের ঘাড় কেটে গেল।

সেই সময়ে এক অপ্সরা সেই মৃত কুমীর থেকে উত্থিত হলো। সেই সুন্দরী অপ্সরা করজোড়ে রাধারাণীর পাদপ্রান্তে মিনতি নিবেদন করল, 'হে মাতা! আপনার শ্রীচরণে অসংখ্য কোটি প্রণাম জানাই। আমি হচ্ছি অভিশপ্ত উর্বশী। মহর্ষি দুর্বাশার চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি আমাকে কুমীর জন্ম পাবার অভিশাপ দিলেন। তখন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বললাম, হে ঋষিবর, আমাকে শাপ মুক্তিরও আশীর্বাদ করুন। তখন তিনি বলেছিলেন, আমার অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়। তুই যা কুমীর যোনি লাভ কর। যেদিন গোলোকেশ্বরী রাধারাণীর চরণ তোর মাথায় ঠেকবে, সেই দিনই তুই শাপ মুক্ত হতে পারবি। হে গোলোকেশ্বরী, আমার পরম সৌভাগ্য,

তো? কীর্তিদা বলেন, না আমার তেমন কিছুই হয় নি, একটু দাঁত বসিয়েছে মাত্র। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কিভাবে আমি রক্ষা পেলাম, এই কুমীরটাকে কে মেরে ফেলল?

বাচ্চা রাধা কাঁদছে দেখে কীর্তিদা রাধাকে কোলে তুলে নিলেন। অন্য মাতাজীরা, রাধাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাস, লতা-পাতা হাতে দলাদলি করে পাতার রস কীর্তিদার পায়ের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। কীর্তিদা বললেন, ঠিক আছে, আমি তেমন বেশী ব্যথাও পাচ্ছি না। মাতাজীরা বললেন, তুমি চলে গেলে বাচ্চার কি দশা হতো, আমরাও জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলাম। কীর্তিদা বললেন, ভগবান শ্রীহরি রাধার কান্না শুনে কুমীরটাকে জল থেকে তুলে গলা কেটে দিয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

আজ আপনাকে দর্শন পেলাম। বহুকাল অবধি কুমীর হয়ে যমুনাতে বাস করছিলাম। অভিশপ্ত জীবনে নানা প্রাণী ভক্ষণ করেছি। আজ আপনার কৃপায় আমি আমার আগের রূপ ফিরে পেলাম। আপনাকে আমি বারংবার প্রণতি জানাই।'

এই বলে উর্বশী স্বর্গলোকে চলে গেল। এদিকে রাধারাণী সেই দুর্গা রূপ সংবরণ করে বালিকারূপ ধারণ করে। সে কাঁদতে থাকে। তাঁর কান্না শুনে মূর্ছিত মাতাজীরা জেগে ওঠে। দেখে কীর্তিদা কেমন অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। তারা এসে বলে, ও কীর্তিদা! ওঠো, ওঠো। তখনই কীর্তিদাও চেতনা ফিরে পেয়ে জেগে উঠলেন।

তারা দেখলেন, এখানে কেউ তো নেই কিন্তু কুমীরটা গলা কাটা অবস্থায় মরে পড়ে আছে। রক্ত ছড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। মাতাজীরা প্রশ্ন করল, কীর্তিদা! তোর কিছু হয় নি

ঘরে ফিরে গিয়ে কীর্তিদার অবস্থা, কুমীরের ব্যাপারে সব কথা, মাতাজীরা বৃষভানু মহারাজের কাছে বলতে লাগল। কীর্তিদাও বলেন, আজকে একটা বিপদ গেল।

বৃষভানু মহারাজ বললেন, কিভাবে রক্ষা পেলে? সেই প্রশ্নটাতে সবাই অবাক হলে বৃষভানু মহারাজ শিশুকন্যা রাধার কান্না শুনে তাকে বুকে তুলে নিয়ে চুম্বন দিতে লাগলেন। বললেন, মা, কাঁদো না। আজ জগদম্বিকা তোমার মাকে রক্ষা করেছে। অতএব বিপদ কেটেছে। বিকালের দিকে আমরা সবাই জগদম্বিকার পূজা দিতে যাবো। আর কাঁদো না। এই বলে বাবা বৃষভানু শিশুকন্যার পিঠে বার বার হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

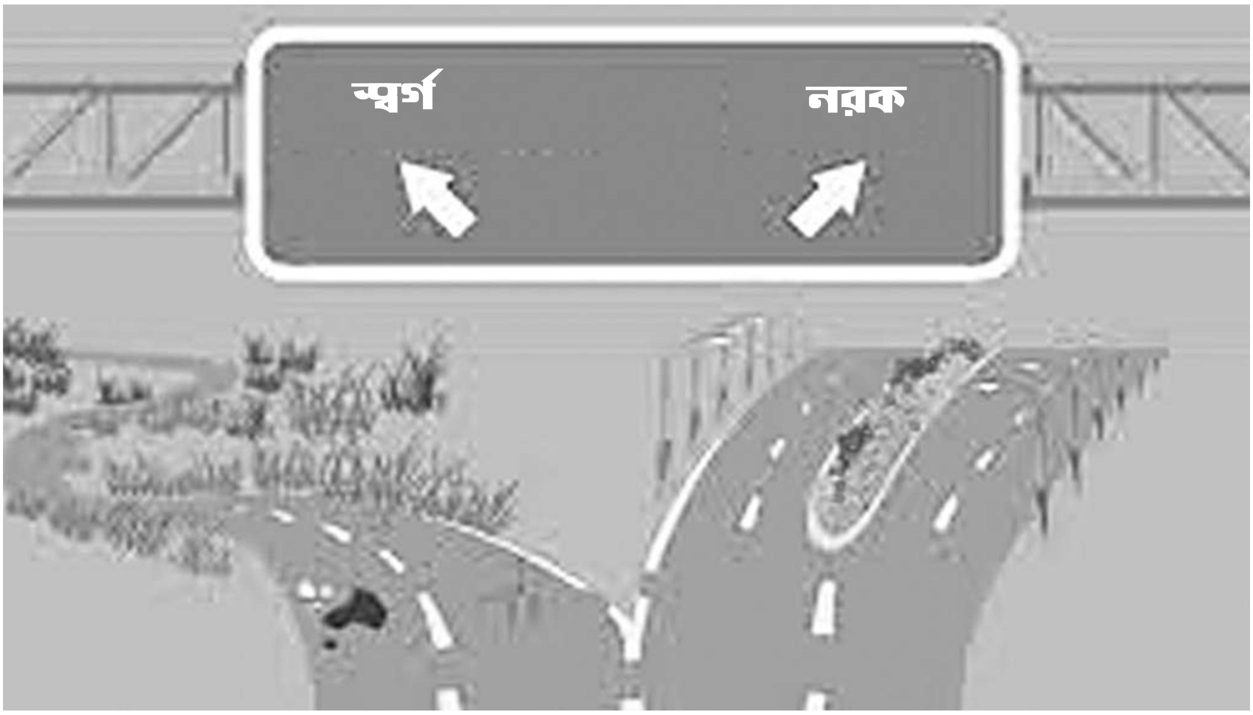

একথা সত্য যে, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি ঘাসও নড়ে না। কিন্তু পাপীরা অনেক সময় এই সুন্দর সত্যটির অপপ্রয়োগ করে থাকে।

পাপাসক্ত ব্যক্তিদের মাঝে মধ্যে বলতে শোনা যায়, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া যেহেতু কিছু হয় না, তাই আমি যে মদ গাঁজা খাচ্ছি, তাও ভগবানের ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তাতে আমার কোনও দোষ নেই। খুনী যে খুন করে, তাও ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়, খুনীর কোনও দোষ নেই। খুনী বা নেশাখোর শুধু নিমিত্ত মাত্র। কৃষ্ণ করায় বলেই তারা সেই সব অপকর্ম করে বেড়ায়।

এইভাবে নিজের দোষ ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে পাপীরা নির্দোষ থাকার কৌশল হিসাবে এই ভুল সিদ্ধান্তের সমর্থন করে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাই-ই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। ভগবানই সবকিছু করান, আমি মদ খেলেও আমার কোনও দোষ নেই, কারণ ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া আমি মদ খেতে পারি না। এ হলো অতি ভক্তি। ভগবান চুরি করিয়েছেন। তাই আমি চুরি করেছি, তাই সব দোষ ভগবানের, আমার কোনও দোষ নেই। এই অতি ভক্তি হচ্ছে চোরের লক্ষণ।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কর্মানি এব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন (গীতা ২/৪৭) অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কোনও অধিকার নেই। এখানে অধিকার মানে স্বাধীন দায়িত্ব।

প্রশ্ন হলো, সব কিছুই যদি ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়, তাহলে আমার স্বাধীন দায়িত্ব বা অধিকার কি করে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর গীতার বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রদান করেছেন।

১নং উত্তর ঃ — ভগবান বলেছেন ''মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ .....।। (গীতা ১৫/৭) এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। অর্থাৎ আমরা সকলেই ভগবানের অংশ। শ্রীল প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সমুদ্রের একবিন্দু জল সমুদ্রের অংশ। সমগ্র সমুদ্রের মধ্যে অপরিসীম লবণ রয়েছে। তাই সমুদ্রের এক বিন্দু জলের

মধ্যেও এক বিন্দু লবণ রয়েছে। কল্পনা করুন যে, সমুদ্রের এক বিন্দু জল যদি বলে যে, তার মধ্যে কোনও লবণ নেই, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী।

ঠিক তেমনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর, স্বাধীনতার সাগর......অনন্ত গুণের সাগর। আর আমরা যেহেতু সেই সাগরেরই বিন্দু, তাই আমাদের মধ্যেও এক বিন্দু দয়া। এক বিন্দু প্রেম, এক বিন্দু স্বাধীনতা অংশ স্বরূপ এসে গেছে। সমুদ্রের এক বিন্দু জল যেমন এক বিন্দু লবণকে অস্বীকার করতে পারে না, আমরাও তেমনি আমাদের বিন্দু স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে পারি না। আর স্বাধীনতা মানেই দায়িত্ব। মনুষ্য জন্মে আমাদের সেই বিন্দু স্বাধীনতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্ফূট এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষ যদি সেই বিন্দু স্বাধীনতা ভিত্তিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী। সেটাই অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই আত্ম প্রবঞ্চনাকে প্রশ্রয় দেননি।

২নং উত্তর ঃ— যে সমস্ত নরপশু তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি চরম অসন্তোষ, ক্রোধ এবং সাবধানবাণী প্রকাশ করেছেন। গীতার ষোল অধ্যায়ের উনিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান তাঁর দিব্য ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন যে, সেই সব কৃষ্ণবিদ্বেষী ক্রূর প্রকৃতির নরাধমকে তিনি পুন পুন অশুভ অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করবেন। তিনি মানুষকে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন যে, যারা কৃষ্ণগতপ্রাণ তারা সংসারের সমস্ত প্রবল বাধাকে কৃষ্ণের কৃপায় অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তিরা, যারা কৃষ্ণের উপদেশকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করবে না, তারা বিনাশ প্রাপ্ত হবে (গীতা ১৮/৫৯)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের এই বিন্দু স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে নিজের সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করি এবং দায়িত্বে অবহেলা করে যেন নিজেকে অধোগামী না করি (গীতা ৬/৫)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা আমাকে পাবে না, তারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যু সংসার পথে ঘুরে বেড়াবে (গীতা ৯/৩)। তারা বিনাশ প্রাপ্ত হবে (গীতা ৪/৪০)

তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া যদি একটি ঘাসও না নড়ে, তাহলে আমাদের বিন্দু স্বাধীনতার কি মূল্য আছে?

৩নং উত্তর ঃ— একটা গরুর মালিক যখন গরুকে ১০ ফুট দড়ি দিয়ে বাঁধে, গরুটি তখন ১০ ফুট এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। দড়িটি যত লম্বা হবে, গরুটির বিচরণ ক্ষেত্র ততদূর ব্যাপক হবে। কিন্তু সেই দড়ির মালিক গরুটি নয়। মালিক সেই দড়ির নিয়ন্তা। ঠিক তেমনি মনুষ্য জন্মে ভগবান আমাদের একটি স্বাধীনতার দড়ি প্রদান করেছেন। এটি যেহেতু ভগবানেরই কৃপা প্রদত্ত, তাই তাঁর কৃপাতেই আমি এই স্বাধীনতা লাভ করেছি। পশুরা এই কর্ম-স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তাই স্বাধীন হয়েও আমি বলতে পারি, কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া আমি এই স্বাধীন দায়িত্বও পেতে পারি না। কিন্তু এখানে অতি ভক্তি দেখিয়ে আমার কোনও স্বাধীন দায়িত্ব নেই বলে যদি অপকর্মে লিপ্ত হই, তাহলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

তবুও ভগবান বলেছেন, যথেচ্ছসি তথা কুরু (গীতা ১৮/৬৩), অর্থাৎ তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ভগবান সর্বশক্তিমান হলেও মানুষের ক্ষুদ্র স্বাধীনতায় তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না। শাস্ত্র রূপে, গুরু রূপে, সাধু রূপে, পরমাত্মা রূপে বিবেকের মাধ্যমে তিনি আমাদের অনন্ত উপদেশ দেবেন বটে, কিন্তু আমি গোলোকে যাব, না নরকে যাব, চরমে তা কিন্তু আমাকেই নির্ধারণ করতে হবে। এখানে নকল ভক্তির কোনও স্থান নেই।

ব্রজধামে দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

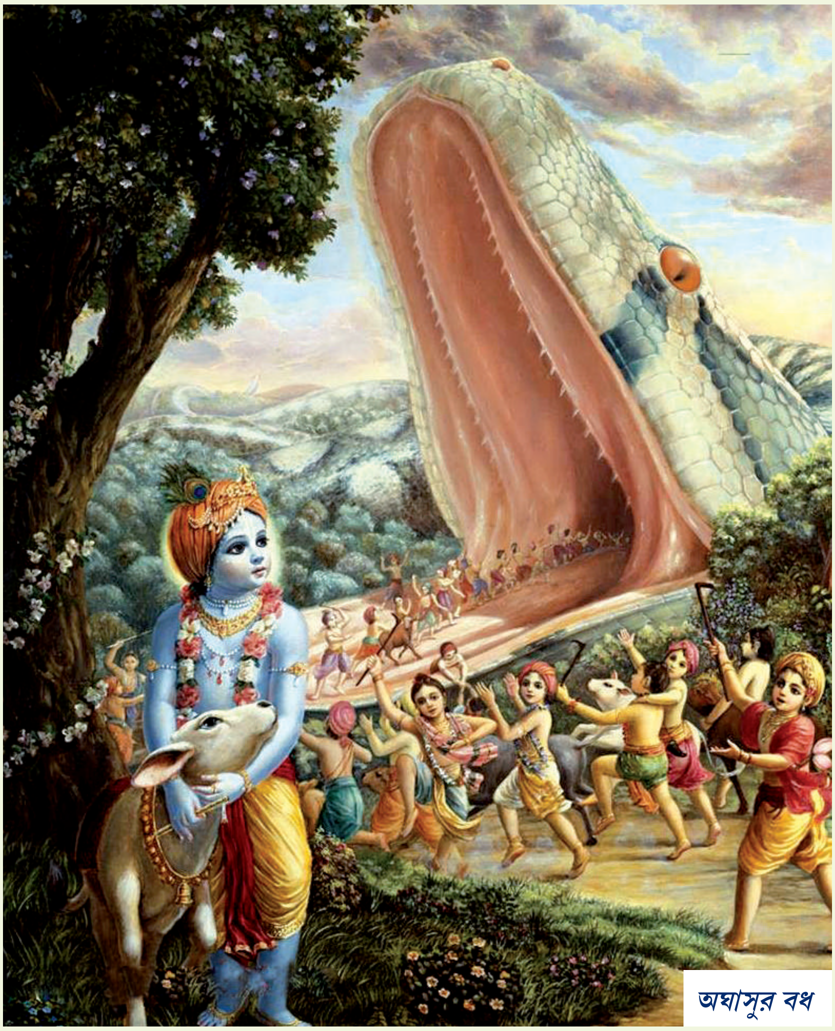

অঘাসুর বধ

কৃষ্ণ বাছুরদেরকে খুঁজতে গেলে ব্রহ্মা সেই বালকদেরকে মায়ানিদ্রা পাড়িয়ে হরণ করে ব্রহ্মলোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তখন কৃষ্ণ পৃথিবীতে সেই সব বাছুর এবং সেই সব সখা রূপে নিজেকে বিস্তার করে দৈনিক যথারীতি এক বছর ধরে গোচারণ ও খেলা লীলা বিলাস করে চলছিলেন। নিজের ভুল নিজে বুঝতে পেরে ব্রহ্মা সেই সব বাছুর ও বালকদের ফিরিয়ে নিয়ে এলে কৃষ্ণ নিজ বিস্তার গুটিয়ে নেন। এক বছর পেরিয়ে গেল তা না বুঝতে পেরে বালকেরা যেন একটুখানি ঝিমিয়ে ছিল এই মনে করে মা বাবা ও অন্যান্যদেরকে বলতে লাগল, আজ আমরা বিপদে পড়েছিলাম। অঘাসুর আমাদেরকে গিলে ফেলেছিল। কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করেছে। অঘাসুরকে বধ করেছে। মা-বাবা প্রশ্ন করল, কখন অঘাসুর এসেছিল? তারা বলল, আজই।

সিহানা — আজই গ্রামের দুই মাইল বায়ু কোণের দিকে সিহানা গ্রাম। এই স্থানে ব্রজবাসীরা অঘাসুর বধের সংবাদ পেয়ে আনন্দিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সিহানা বা চতুর বলে প্রশংসা করেছিল।

আজই — চৌমুহার এক মাইল দক্ষিণে আজই গ্রাম। ব্রহ্ম বিমোহনের পর সমস্ত গোপশিশুকে ব্রহ্মা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। গোপশিশুরা এখানে এসে ব্রজবাসীদের কাছে বলেছিল, কৃষ্ণ আজ অঘাসুরকে বধ করে আমাদের রক্ষা করেছে। আসল ঘটনা ছিল অঘাসুর বধের পর গোপবালকেরা তাদের প্রিয় সখা কৃষ্ণের সঙ্গে গৃহ থেকে নেওয়া ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করতে বসে। তখন ব্রহ্মা বাছুরদের হরণ করেন।

পশৌলী — পরখম গ্রামের দুই মাইল বায়ুকোণে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করেছিলেন। এই অঘাসুর সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় বলা হয়েছে, শঙ্খাসুরের মহা বলশালী পুত্র অঘাসুর দ্বিতীয় কামদেবের মতো সুন্দর যুবা পুরুষ ছিল। একদিন মলয়াচলে আট স্থান বাঁকা শরীর অষ্টাবক্র মুনিকে দেখে সে উপহাস করেছিল। তখন মুনি অঘাসুরকে অভিশাপ দেন, তুই ভূমণ্ডলে সর্প হয়ে বেঁকে বেঁকে চলতে রহ। দৈত্য তখন মুনির চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অষ্টাবক্র

মুনি তখন বলেন, কোটি-কন্দর্পকান্তি কৃষ্ণ যখন তোর উদরে প্রবেশ করবেন, তখনি তোর সর্পরূপ থেকে মুক্তি হবে। একদিন কৃষ্ণ সাথী বালকদের সঙ্গে বাছুর চরাচ্ছিল। অঘাসুর এখানে এসে মুখ হাঁ করেই চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। সে ছিল কংসের অনুচর। সে কৃষ্ণকে গিলে খেতে চেয়েছিল। তার শরীরটা ছিল তিন কিলোমিটার দীর্ঘ। মায়াবী অঘাসুর এমন ভাবে ছিল গোপবালকেরা মনে করলো সেটি একটি পর্বতের গুহা। বাছুর সহ কৃষ্ণের সখারা সেই অঘাসুরের মুখের ভেতরে প্রবেশ করল। কৃষ্ণ প্রবেশ করল। তখন অঘাসুর মুখ বন্ধ করে সবাইকে উদরস্থ করতে চেষ্টা করল। দেবতারা হাহাকার করতে লাগল। কৃষ্ণ তখন তার উদর মধ্যে নিজের বিরাট দেহ বিস্তার করতে লাগলেন। তখন অঘাসুরের প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়ে মস্তক ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তারপর কৃষ্ণ সেই বালক ও বাছুরদেরকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে জীবিত করে তুললেন। বিদ্যুৎ যেমন মেঘের সাথে মিলিত হয়, সেইরকম সেই অসুরের জ্যোতিও শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বিলীন হলো।

অঘ অর্থ পাপ। নিজের পচনশীল দেহের রূপে গর্বিত হয়ে অন্যের শারীরিক গঠনের প্রতি হেয় ভাব পোষণ করলে, উপহাস করলে অভিশপ্ত হতে হয়। নিজের দেহের সমস্ত সৌন্দর্য ধুলিস্যাৎ হয়ে কুরূপ পেতে হবে। কিংবা কুনোব্যাঙ, কেঁচো, শেয়াল, গোসাপ, গোখরো সাপ হয়ে জন্ম নিতে হবে। অঘাসুরের সাপ শরীর লাভ হয়েছিল। সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে শত্রুতা করার ফলে সাযুজ্য মুক্তি সে লাভ করেছিল। ভক্তরা সাযুজ্য মুক্তি কখনই পছন্দ করে না।

ভদ্রবন — যমুনার পশ্চিমপাড়ে নন্দঘাট বা ভেগ্রাম। পূর্ব পাড়ে ভদ্র বন। বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে —

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।।

হে বসুধা, ভদ্রবন নামক ষষ্ঠ বন আছে। সেখানে গমন করলে আমার ভক্ত আমাতে একনিষ্ঠ হয়।

ভাণ্ডীরবন — ভদ্রবন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে ভাণ্ডীর বন। আদিবরাহ পুরাণে বলা হয়েছে—

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি।
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

ভাণ্ডীর নামক একাদশ বন উত্তম ও যোগীগণের প্রিয়। ভাণ্ডীর বন দর্শন মাত্র লোকে আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না। সমস্ত বনের মধ্যে উত্তম ভাণ্ডীরে গমন করে সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলে তার পুনর্জন্ম হয় না।

একদিন শ্রীনন্দ মহারাজ শিশুপুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গরু চরাতে চরাতে বহুদূরে যমুনার তীরে এই ভাণ্ডীরবনে এসেছিলেন। সেই সময় ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। ক্রমে

বায়ু প্রবল হলো। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মেঘ গুরু গম্ভীর আওয়াজ করতে লাগল। তমাল, কদম্ব প্রভৃতি গাছ প্রচণ্ড বাতাসে দুলতে লাগল। সারা বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হলো। বালক কৃষ্ণ তখন ভয়ে কাঁদতে লাগল। সমস্ত গরু এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগল। নন্দ মহারাজ ভয় পেলেন। গাভীদের সামলাবেন কি করে, ভয়ভীত শিশুপুত্রকে কার কাছে দেবেন, বুঝতে পারছেন না। শিশুপুত্রকে কোলে ধারণ করে তিনি পরমেশ্বর শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণ করতে লাগলেন।

এমন সময় নন্দ মহারাজের মনে হলো সূর্যের তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এক উদ্দীপ্ত কোটিসূর্যতেজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলো। নন্দ মহারাজ সচকিত হয়ে দেখলেন সেই তেজের মধ্যে বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধা। শত চন্দ্রের কান্তি ধারণ করে রাধারানী দাঁড়িয়ে আছেন। সুন্দর গাঢ় নীল বর্ণের বসন পরিহিতা। তাঁর পাদপদ্মে মঞ্জীরযুক্ত নূপুর। তাঁর বাহুতে অঙ্গদ, বালা এবং আঙ্গুলে আংটি। তাঁর নাসিকায় মুক্তো নথ, কণ্ঠে হার, মস্তকে চূড়ামনি, কর্ণে কুণ্ডল শোভিত।

সেই জ্যোতির্ময়ী শ্রীরাধাকে দর্শন করে নন্দ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, হে রাধে! মহামুনি গর্গাচার্যের মুখে আমি গুপ্তভাবে শুনেছি যে, আমার কোলে এই শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। আর, তুমি হচ্ছো তাঁর সর্বদা প্রধান প্রিয়কারিনী, প্রিয় কান্তা। অতএব আমার কাছ থেকে তুমি নিজকান্তাকে গ্রহণ করো। এখন এই বালক মেঘের গর্জন শুনে ভয় পাচ্ছে। একে তুমি দয়া করে ঘরে নিয়ে যাও। হে রাধে! তুমি আমাকে রক্ষা করো। এই ভূতলে তোমাকে দর্শন করছি। তুমি আমাকে সুদুর্লভ অভীষ্ট প্রদান করো। তোমাকে বারংবার প্রণাম।

শ্রীরাধা বললেন, হে গোপরাজ! আমার দর্শন দুর্লভই বটে। কিন্তু আমি তোমার ভক্তিভাব দেখে প্রসন্ন হয়েছি।

নন্দ বললেন, হে রাধে! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকো, তবে আশীর্বাদ করো, তোমার এবং তোমার এই প্রাণনাথের পাদপদ্মে যেন আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে। ভূতলে তোমার প্রতি ভক্তি এবং তোমার ভক্ত সাধুদের সঙ্গ যেন যুগে যুগে আমার হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজন

বেলবন

শ্রীরাধা বললেন, তাই হোক। এই বলে নন্দের কোল থেকে নিজ প্রিয় কৃষ্ণকে রাধা তুলে নিলে নন্দ মহারাজ গাভীদেরকে খুঁজতে গেলেন। শ্রীরাধা ভাণ্ডীর বনে প্রবেশ করলেন। সারা বন অতি চমৎকার রূপ ধারণ করল। সব দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যমুনা রত্নসিঁড়ি যুক্ত, গোবর্ধন রত্ন শিলাময় ও সুবর্ণশৃঙ্গ সমন্বিত হলো। বসন্তকালের মধুরিমা প্রকাশিত হলো। সারা বন সুন্দর সুগন্ধি ফুলে ভরে গেল। মৌমাছি, ময়ূর, কোকিল কলধ্বনি করতে লাগল। পতাকা রাশি শোভিত রত্নমণিময় অতি সুন্দর অট্টালিকা প্রকাশিত হলো। বড় বড় সরোবর দেখা গেল। মনোরম সরোবরে মনোহর স্বর্ণকমল ফুটে উঠল। আর, সেই সময় শিশুরূপ কৃষ্ণ কিশোর রূপ ধারণ করলেন। তাঁর পরনে পীত বসন, বক্ষে কৌস্তুভ রত্ন, হাতে বাঁশি। তাঁর কমনীয় মূর্তি কোটি কোটি মদনদেবকেও পরাজিত করে। যোগমায়া দেবী বিবাহ মণ্ডপ সাজিয়ে রেখেছিলেন। মেখলা, কুশ ও পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি বিবাহোচিত দ্রব্য সম্ভারে মণ্ডপ পরিপূর্ণ হলো। একটি উত্তম রত্ন সিংহাসনে রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পর মধুর আলাপে মিলিত হলেন।

সেই সময় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সত্য লোক থেকে ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠে চড়ে ধরাতলে আসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করে ব্রহ্মা তাঁদের পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে চারুবাক্য বলতে লাগলেন, হে রাধাপতি কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি অনাদি পুরুষোত্তম আপনার চরণে আমি শরণাগত। হে গোলোকনাথ! আপনি অনন্ত লীলাময়। আপনার প্রিয় রাধিকাও অসীম লীলাবতী। আপনি বিভিন্ন অবতার রূপ ধারণ করলে আপনার প্রিয়া রাধাও আপনার অনুগতা হয়ে বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন। আপনারা পরাৎপর ও প্রীতিযুক্ত নিত্য দম্পতি। তবুও আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি লোক ব্যবহার রক্ষার জন্য আপনাদের উভয়ের বিবাহ বিধির অনুষ্ঠান করব। আপনারা কৃপা করে আমাকে অনুমতি নির্দেশ করুন।

তারপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মা তাঁদের সম্মুখে এক যজ্ঞ কুণ্ড মধ্যে যথাবিধ অগ্নি প্রজ্বলন করলেন। বৈদিক বিধি অনুসারে অগ্নি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণকে সাতবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও অগ্নি প্রণাম করালেন। তারপর সপ্ত মন্ত্র পাঠ, বরকন্যার হস্ত অর্পন, উভয়ের প্রতি উভয়ের মালা

পরানো, উত্তম আসনে তাঁদেরকে বসিয়ে পঞ্চ মন্ত্র পাঠাদি করালেন। পিতা যেমন বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন, ব্রহ্মা তেমনই রাধাকে কৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করলেন।

সেই সময় দেবতাগণ পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। দেবনারীরা বিদ্যাধরীদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও কিন্নরেরা সুমধুর কৃষ্ণমঙ্গল গান করতে লাগলেন। উচ্চ মঙ্গলময় ও কিন্নরেখা সুমধুর কৃষ্ণমঙ্গল গান করতে লাগলেন। উচ্চ মঙ্গলময় জয়ধ্বনি, নানা সুচারু বাদ্যধ্বনি চলতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বললেন, আপনি এই বিবাহ যজ্ঞের পুরোহিত, তাই আপনার যথা ইপ্সিত দক্ষিণা নির্দেশ করুন। ব্রহ্মা তখন বললেন, হে প্রভু, আমি একটিই দক্ষিণা চাইব। তা হলো, আপনাদের শ্রীচরণপদ্মে যেন আমার চিরভক্তি থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, তাই হোক। তখন ব্রহ্মা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে মস্তক দ্বারা বারবার প্রণাম নিবেদন করে আনন্দিত মনে সত্য লোকে গমন করলেন।

রমনীয় নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীর বনের পত্র, পুষ্প ও রত্ন দ্বারা পর্যাপ্ত রূপে প্রিয়া রাধার মনোহর শৃঙ্গার করলেন। কিন্তু রাধারানী যখন কৃষ্ণকে সাজাতে যাবেন, অমনি কৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিত্যাগ করে ছোট্ট বালক হয়ে গেলেন। তখন রাধারানীর মনে পড়ল নন্দমহারাজ বলেছিলেন, হে রাধে শীঘ্রই এই বালককে যশোদার কোলে দিও। তাই বালককে নিয়ে গিয়ে রাধা গোকুলে নন্দরানীর কোলে দিয়ে বললেন, ঝড় উঠলে নন্দরাজ পথের মাঝে আমার কাছে এই বালককে দিয়েছিলেন। মা যশোদা তখন বলেন, হে বৃষভানুর কন্যা, তুমি খুবই চমৎকার মেয়ে। যশোদা কর্তৃক আনন্দিত ও অভিনন্দিত হয়ে রাধা তারপর অন্তর্হিতা হন।

গর্গসংহিতায় নারদমুনি বলেছেন, রাধাকৃষ্ণ বিবাহ কথা যারা শুনবে বা শোনাবে তাদেরকে কখনও পাপ স্পর্শ করবে না।

ব্রজে যমুনার পূর্বতীরে অত্যন্ত মনোরম এলাকা এই ভাণ্ডীর বনে এখনও রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ স্থলীতে ভাণ্ডীর বট, বেনুকূপ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন।

রমনীয় নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীর বনের পত্র, পুষ্প ও রত্ন দ্বারা পর্যাপ্ত রূপে প্রিয়া রাধার মনোহর শৃঙ্গার করলেন। কিন্তু রাধারানী যখন কৃষ্ণকে সাজাতে যাবেন, অমনি কৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিত্যাগ করে ছোট্ট বালক হয়ে গেলেন।

বংশীবট — ভাণ্ডীর বটের নিকটে বংশীবট অবস্থিত। একদিন সুদাম কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, কৃষ্ণ ! তুমি না কি মথুরা চলে যাচ্ছ !

কৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ।

সুদামের প্রশ্ন, তুমি আবার কবে আসবে?

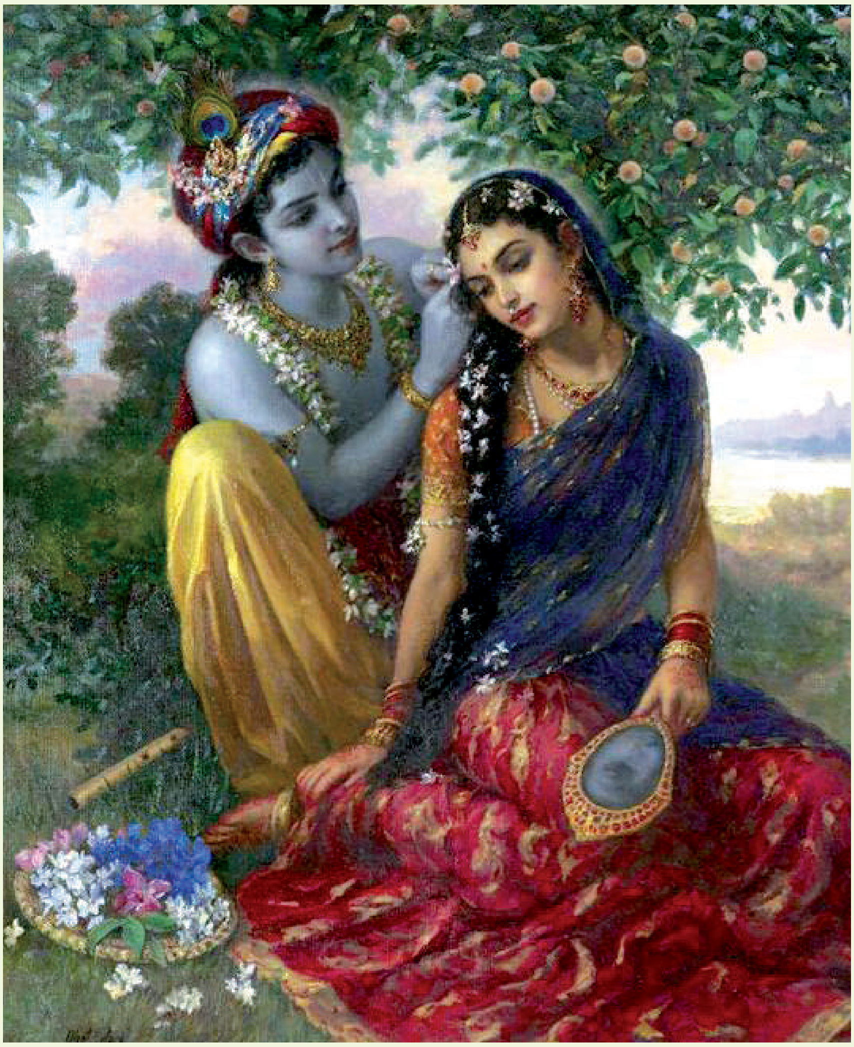

কৃষ্ণ বললেন, তিনদিন পরে?

সুদাম বিরহভাবাপন্ন হৃদয়ে বললেন, এই তিনদিন তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কি করে? কিভাবে বাঁচব?

কৃষ্ণ বললেন, হে সুদাম, এই নাও আমার বাঁশী। এই বাঁশী বাজিয়ে থাকতে পারবে।

সুদাম বাঁশী নিয়ে কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, কৃষ্ণ! তিন দিন পরে ঠিক তুমি আসবে তো?

কৃষ্ণের উত্তর, হ্যাঁ।

তারপর কৃষ্ণ চলে গেলে বিরহী সুদাম ব্যাকুল চিত্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় এখানে বটবৃক্ষে চড়ে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। সেই বাঁশীর বিরহ বিলাপ বনভূমি কাঁপিয়ে আকাশ বাতাস অনুরণিত করে চলল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকায় (৪১) বলা হয়েছে, সুদামের দেহকান্তি ঈষৎ গৌরবর্ণ ও মনোহারী। পরনে নীল বসন এবং নানা রঙে শোভিত। তাঁর পিতার নাম মটুক, মাতার নাম রোচনা। সুন্দর কিশোর বয়সে সুশোভিত হয়ে এবং বেশভুষা করে শ্রীকৃষ্ণের নানা রকমের লীলা রসে উৎসুক হন। যা হোক, তিনদিন পরে কৃষ্ণ এখানে সুদামের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে পাঁচ হাজার বছর পরে কৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে।

ছাহেরী — ভাণ্ডীর বনের পুর্বদিকে এই গ্রামে কৃষ্ণ ও বলরাম সখাদের সঙ্গে ছায়ায় বসে ভোজন করেছিলেন। বর্তমান গ্রামটির নাম বিজৌলী।

মাটবন — ভাণ্ডীর বনের দুই মাইল দক্ষিণে মাটবন। এটি শ্রীকৃষ্ণের খেলাধূলা ও গোচারণ স্থল। এখানে বড় বড় মাটির মাট বা দধিমন্থন পাত্র তৈরী হতো।

বেলবন — মাঠবন থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল বেলবন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে রাসনৃত্য চলছিল। লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে রাসনৃত্যে যুক্ত হওয়ার আশায় বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এসে রাসনৃত্যে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী রূপে ঐশ্বর্যের গর্বে তার গর্ব আছে। ঘুঁটে কুড়ুনি গোপীদের আনুগত্য তিনি পছন্দ করেন না। সেই কারণেই তিনি রাসনৃত্য স্থলীতে প্রবেশ অধিকারও পেতে পারেননি। সেই জন্য লক্ষ্মীদেবী বৃন্দাবন থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে যমুনা পার হয়ে এই বেলবনে তপস্যা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ এসে বললেন, হে লক্ষ্মী! তুমি কি চাও? লক্ষ্মী বললেন, আমি আপনার সাথে রাসনৃত্যে যুক্ত হতে চাই। কৃষ্ণ বললেন, তুমি তো ঐশ্বর্য নিয়ে থাকবে। গোপীদের আনুগত্য তোমার ভালো লাগবে না। তাই তুমি আমার বক্ষে স্বর্ণরেখা রূপে থাকো। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী আস্বাদন করার আশায় বেলবনে তপস্যা করতে লাগলেন যাতে কৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে এখানে গোচারণে এলেই তাঁকে দর্শন করতে পারবেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে—

রামকৃষ্ণ সখাসহ এ বিল্ব বনেতে।
পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহা কৌতুকেতে।।
দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।
এ বন গমনে ব্রহ্মালোকে পূজ্য হয়।।
বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জে যে করে স্নান।
সর্বপাপ মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান।।

মায়া বিমোহিত

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব

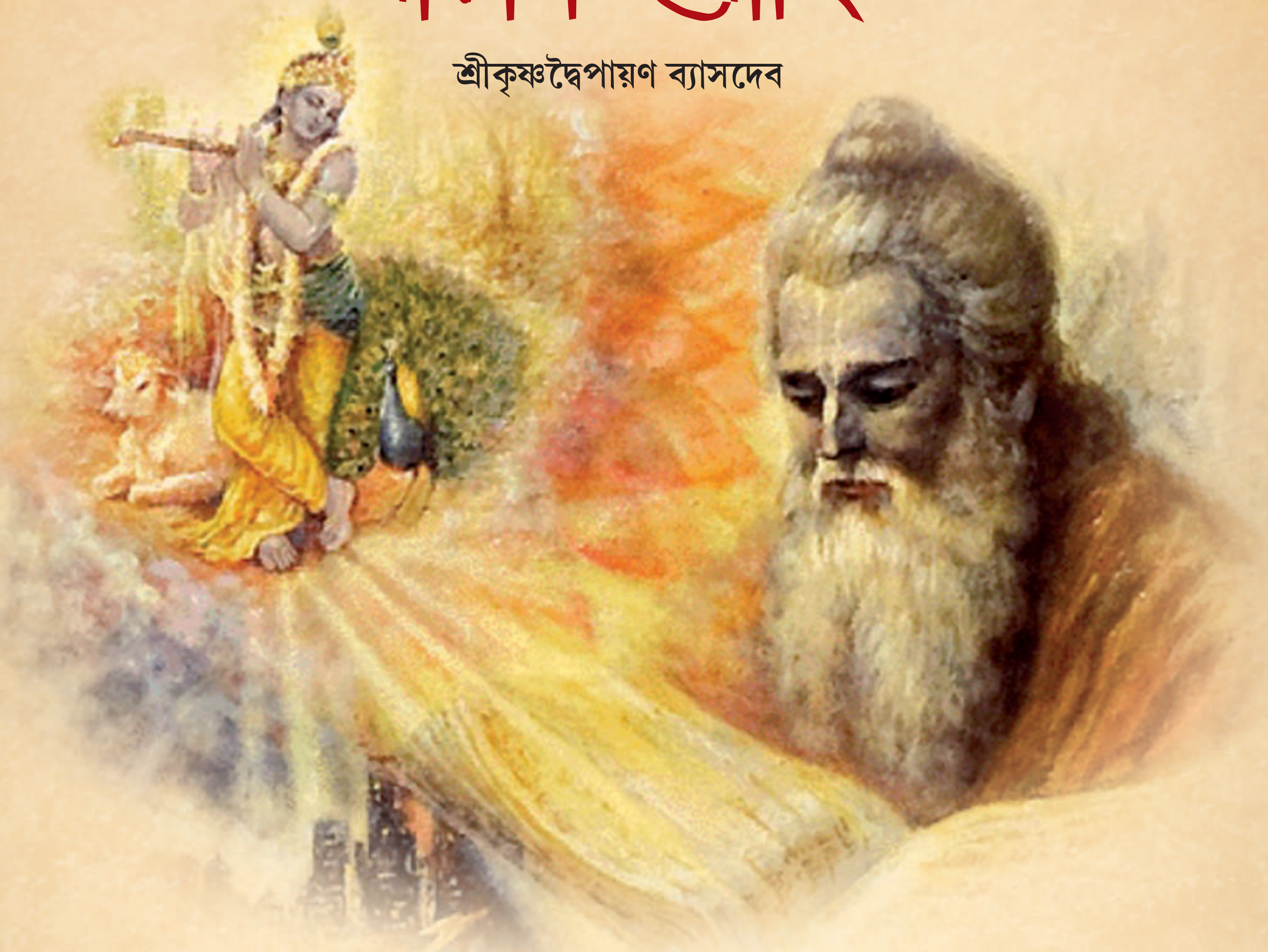

নরকস্থোহপি দেহং বৈ
ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং
দেবমায়াবিমোহিতঃ।।

দৈবী মায়া বিমোহিত
দেখহ সংসারে কত
নারকীয় আহার বিহার
তাতে লোক রয়েছে মেতে।

আছে ক্লেশপ্রদ দেহে
ভোগসুখ পানে চেয়ে
নিতি নিঠুর মরণ ডাকে
চায় না কভু দেহ ছাড়িতে।।

আত্মজায়াসুতাগার
পশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ় মূল হৃদয়
আত্মানং বহু মন্যতে।।

দেহ গৃহ দারা সূত
টাকা জমি বন্ধু কত
বিশাল কীর্তি ভাবি মনে
জীবনটাকে ধন্য মানে।

সবারে আসক্তি কত
দিবা রাতি সেবা যত
ভাবলো না তো নিত্য জীবন
সাধন ছাড়া নাই এখানে।।

মামনারাধ্য দুঃখার্তঃ
কুটুম্বাসক্ত মানসঃ।
সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্যো
বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ।।

করে না কৃষ্ণ আরাধন
কুটুম্বে আসক্ত মন
সাধুর সঙ্গ ছাড়া জীবন
পথের দিশা পাবে না তো।

সাধু জনের কৃপা কণা
লভিয়াছে যেই জনা
সে করে ভক্তি অনুশীলন
অন্যেরা সব বিড়ম্বিত।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

আজই গ্রাহক হবার জন্যে যোগাযোগ করুন

লগ-অন করুনঃ
www.bhagavatdarshan.in
Email : btgbengali@gmail.com

আপনার যোগাযোগের নম্বর
9073791237
বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(সোম থেকে শনি)